জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

কমবে ব্যবধান

শুক্রবার থেকে মিলবে হাওড়া ময়দান- সেক্টর ফাইভ মেট্রো রুট। ব্যস্ত সময়ে ৮ মিনিট অন্তর মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে ওই রুটে। পরবর্তীতে যাত্রী সংখ্যা দেখে সময়ের ব্যবধান কমানো বা বাড়ানো হতে পারে

নিম্নচাপের বৃষ্টি

গভীর নিম্নচাপের প্রভাব বাংলায় সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে বৃষ্টি চলবে। রবিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির মাত্রা আরও বাড়বে। রবিবার থেকে বৃষ্টি কিছুটা কমতে পারে

খড়্গপুর স্টেশনে লোহার বিম পড়ে মৃত্যু আট বছরের শিশুর

লাগাতার বৃষ্টিতে ভাসছে মুম্বই রেড অ্যালার্ট, বন্ধ স্কুল-কলেজ

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৮৭ • ২০ অগাস্ট, ২০২৫ • ৩ ভাদ্র ১৪৩২ • বুধবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 87 • JAGO BANGLA • WEDNESDAY • 20 AUGUST, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

উপরাষ্ট্রপতি ভোটে বিরোধী জোটের প্রার্থী সুদর্শন রেড্ডি

প্রতিবেদন : উপরাষ্ট্রপতি পদে বিরোধী জোটের প্রার্থী হলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে সুদর্শনের নাম ঘোষণা করেন। পরে লোকসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায় ও জোটের আরও দুই সাংসদ দিল্লি বিমানবন্দরে যান প্রার্থী সুদর্শনকে স্বাগত জানাতে। তাৎপর্যপূর্ণ হল, এনডিএ যখন দক্ষিণের রাজনীতিবিদ রাধাকৃষ্ণণকে প্রার্থী করেছে তখন বিরোধী জোট দক্ষিণেরই সুদর্শনকে প্রার্থী হিসেবে সামনে এনে জোরদার লড়াইয়ের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি পদ অলঙ্কৃত করার আগে সুদর্শন অন্ধ্র হাইকোর্টের বিচারপতি এবং গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলেছেন। সর্বসম্মত বিরোধী জোটের প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর খাড়্গে বলেন, বিজেপির হাতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আজ হুমকির মুখে। সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই এই লড়াই। বিরোধী জোটের প্রার্থী মনোনীত হওয়ার পর সুদর্শন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তিনি ৬০ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন। দক্ষিণের প্রার্থী হওয়ায় এনডিএ জোটের শরিকি দলগুলির উপর প্রবল চাপ তৈরি হয়েছে। অনেকেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কথা এখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছে। উপরাষ্ট্রপতি পদে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব চেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে ডিএমকে চেয়েছিল দক্ষিণের প্রার্থী। সুদর্শন সেই শর্ত পূরণ করেছেন।

মঙ্গলবার সকালে দলের নির্দেশে তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে কেজরি জানান, তৃণমূলের পথেই আপ সাংসদরা বিরোধী জোটের প্রার্থীকে ভোট দেবেন। সব মিলিয়ে উপরাষ্ট্রপতি পদে লড়াই জমজমাট।

দিল্লি বিমানবন্দরে বি সুদর্শন রেড্ডিকে স্বাগত জানালেন শতাব্দী রায়।

এবার দেরাদুন

বাঙালি জওয়ানের স্ত্রী-কন্যাকে পুলিশি মার

প্রতিবেদন : ফের আক্রান্ত বাঙালি। অপরাধ সেই একই— বাংলা ভাষায় কথা বলা। দেরাদুনের বাড়ি হলফ করার জন্য বাঙালি জওয়ানের স্ত্রী-কন্যাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রবল মারধর করা হল। অষ্টাদশী তরুণীর যৌনাঙ্গে বারবার আঘাতে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। গোটা ঘটনাই ঘটিয়েছে বিজেপি রাজ্যের পুলিশ।

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী কিরণ সিংহরায়। কর্মসূত্রে থাকতেন দেরাদুনে। জি-৩ রেসকোর্স এলাকায় তাঁর বাড়ি। স্ত্রী সন্তোষ দেরাদুনেরই বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষিকা। বাড়ি এবং জমি প্রোমোটারের হাতে তুলে

দেওয়ার জন্য আতঙ্কিত হয়ে তিনি ফিরে এসেছেন সোদপুরের পৈতৃক বাড়িতে। কিরণ জানিয়েছেন, তাঁর প্রতিবেশী মনজিৎ সিংয়ের সঙ্গে বৈদ্যুতিক তার লাগানো নিয়ে গন্ডগোল বাধে। পুলিশ এসে স্ত্রী-কন্যাকে দোষী ঠাওরে বাড়ি থেকে মারতে মারতে থানায় নিয়ে যায়। প্রথমে স্ত্রীকে ফেলে মারা হয়। এরপর অষ্টাদশী কন্যার যৌনাঙ্গে পরপর আঘাত। কিরণের অভিযোগ, বাঙালি হওয়ার কারণে এবং উত্তরাখণ্ডে সম্পত্তি থাকার কারণে তাঁদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে পড়তে হয়েছে। কিরণকন্যা অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। কিরণ মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চেয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি অভিযোগ জানিয়ে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কুৎসিত

কুৎসার সন্ত্রাসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দুঃখিত
কুৎসার উল্লঙ্ঘ আচরণে
সুপ্রভাতের কুয়াশাও সন্ত্রস্ত...
অপপ্রচারের ভ্রুকুটি ভঙ্গিমায়
বসন্ত পাহাড়ও লজ্জিত।

হিংসুটে দৈত্যের চরিত্রহননের বাগানে—
পাগলা গাছে বাবলা কাঁটা জন্মেছে।
ধর্ষিত ভাষার দংশনে
নিমপাতাও শিউরে উঠছে।

বিকৃত কুৎসার সাজানো নাটকে
চপলা চমকে হাসছে...
বিদায়বেলার শেষ লগনে
হিংসার দাবানল জ্বলছে।

স্বার্থপর দৈত্যদের বিষবাগানে
বিষদাঁত ভেঙে যাচ্ছে।
কুৎসার সন্ত্রাসের দমন-পীড়নে
নিজস্ব ব্যবসা বাড়ছে...

আর এক স্বৈরাচারী বিল কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : আবারও রাজ্যের অধিকার খর্ব করার পথে বিজেপি সরকার। বুধবার লোকসভায় ৪টি বিল পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র, যার মধ্যে অন্যতম জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধনী) বিল, ২০২৫। সরকারি নথি অনুযায়ী, সংশোধনী বিলগুলির লক্ষ্য হল গুরুতর অপরাধমূলক মামলায় গ্রেফতার বা হেফাজতে থাকা প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীকে অপসারণের আইনি কাঠামো তৈরি করা। যদিও, আসল উদ্দেশ্য অন্য রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে বিজেপির রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করাই বলে মনে করছে বিরোধী জোট। তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, গণতান্ত্রিক কাঠামোকে স্বৈরাচারী ভঙ্গিতে ভেঙে দিচ্ছে বিজেপি।

ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সংসদে তৃণমূলের বিক্ষোভ।

নিবিড় জনসংযোগ, সংঘবদ্ধ লড়াই, উন্নয়ন প্রকল্পের প্রচার

প্রতিবেদন : বুথে বুথে নিবিড় জনসংযোগ, সংঘবদ্ধ লড়াই, রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রচার, বাংলা ভাষা ও বাঙালিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই, এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদের ঝড়। চুম্বকে এই হল মঙ্গলবারের বারাসত ও তমলুক জেলার বৈঠকের নির্যাস। এদিন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ক্যামাক স্ট্রিটের দফতরে প্রথমে বারাসত ও পরে তমলুক সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানেই দুই জেলার নেতৃত্বকে নিয়ে বিধানসভা-অঞ্চল-টাউন-ব্লক ধরে আলোচনা করেন অভিষেক ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। দিয়েছেন একাধিক নির্দেশ। দুই জেলার নেতৃত্বকেই অভিষেক বলেন, মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে হবে। বেশি বেশি করে মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। (এরপর ১০ পাতায়)

বারাসত-তমলুকের সঙ্গে বৈঠকে অভিষেক

বারাসত সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পর সুব্রত বক্সি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

20 August, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৫৮

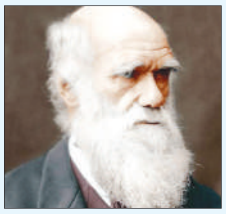

চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব এদিন প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। এখানেই প্রথম নির্বাচনবাদের মূল কথা ব্যক্ত হয়। ১৮৩১-এ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিষয়ে গবেষণার জন্য পাঁচ বছর বিশ্বের নানা জায়গায় ঘুরেছিলেন। সেই পর্যবেক্ষণের নির্যাস ধরা পড়ে এদিন প্রকাশিত 'অরিজিন অফ স্পিসিস' শীর্ষক রচনায়।

১৯৪০ লিও ট্রটস্কি (১৮৭৯-১৯৪০) এদিন মেক্সিকোতে আততায়ীর প্রাণঘাতী আক্রমণের মুখে পড়েন। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের অন্যতম নেতা ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশমন্ত্রী ছিলেন এক বছর (১৯১৭-১৯১৮)। পট বদলায় লেনিনের মৃত্যুর পর। ক্ষমতায় এসে স্তালিন তাঁকে দল ও সরকারের সব পদ থেকে সরিয়ে দেন। ১৯২৯-এর ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নির্বাসিত হন। বিদেশে গিয়ে আরও খোলাখুলিভাবে স্তালিন-বিরোধিতায় নামেন। একাধিকবার হামলা হয় তাঁর ওপর। এদিন হামলার পর দেহরক্ষীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরদিন (২১ অগাস্ট) এই মার্কসবাদী নেতার জীবনাবসান হয়।

১৮২৮

রাজা রামমোহন রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এদিন কলকাতায় ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী-কালে এর নাম হয় ব্রাহ্মসমাজ। এর মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজের সংস্কার, একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা, পৌত্তলিকতার অবসান, সর্বধর্মের সমন্বয়সাধন, মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল ব্রাহ্মসমাজ।

১৯৮৬

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৫-১৯৮৬) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা আধুনিক ও চলচ্চিত্র সঙ্গীতের বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বাংলা ছায়াছবি ও আধুনিক গানের জগৎকে যাঁরা প্রেমাবেগ-উষ্ণ রেখেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। গীতরচনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য শব্দচয়নে। মান্না দে-র গাওয়া 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' তাঁরই লেখা।

১৯৪৪

রাজীব গান্ধী (১৯৪৪-১৯৯১) এদিন বোম্বেতে (অধুনা মুম্বইয়ে) জন্মগ্রহণ করেন। মা ইন্দিরা গান্ধী এবং দাদু জওহরলাল নেহরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। রাজীব তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর ভারতের ষষ্ঠ ও তরুণতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪০ বছর। ১৯৮৯-এর লোকসভা নির্বাচনে হেরে যান। ১৯৯১-তে লোকসভা নির্বাচনে প্রচার করার সময় এলটিটিই জঙ্গিদের আত্মঘাতী হামলায় মৃত্যুবরণ করেন। রাজীবের জন্মদিবসটি সম্ভাবনা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

১৮৯৬

গোষ্ঠ পাল (১৮৯৬-১৯৭৬) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। কিংবদন্তি ফুটবলার। রক্ষণে খেলতেন। দৈনিক ইংলিশম্যান পত্রিকা তাঁকে 'চিনের প্রাচীর' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। ১৯১৩-তে মোহনবাগানের হয়ে তিনি প্রথম খেলেন। এরপর ২৩ বছর ধরে মোহনবাগানেই খেলেছিলেন। ১৯২১ থেকে টানা ৫ বছর তিনিই ছিলেন মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন। ১৯২৪-এ তিনি ভারতীয় জাতীয় দলের অধিনায়ক হন।

১৯২৪ এরিক হেনরি লিডেল (১৯০২-১৯৪৫) এদিন রবিবার ছিল বলে প্যারিস অলিম্পিকের ১০০ মিটার দৌড়ে অংশ নিতে অস্বীকার করেন। খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী গোঁড়া খ্রিস্টান রবিবার পূর্ণ বিশ্রাম নেন। এই প্যারিস অলিম্পিকেই স্কটল্যান্ডের এই অ্যাথলিট ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা জেতেন, ব্রোঞ্জ পান ২০০ মিটার দৌড়ে। এই দুটি ইভেন্ট সপ্তাহের কাজের দিনগুলোতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে চিনে খ্রিস্টান মিশনারি হিসেবে বাকি জীবন কাটান।

১৯৬৮

সেনেগাল মালি প্রজাতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এদিন পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। লিওপোল্ড সেডার সেনঘর স্বাধীন সেনেগালের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। তিনি নিজে সে-দেশের জাতীয় সঙ্গীতও রচনা করেন।

পার্টির কর্মসূচি

শ্রীরামপুর পুরসভার অন্তর্গত ১১ নং ওয়ার্ডের ৭৮ এবং ৭৯ নম্বর বুথে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে হাজারো মানুষের ভিড়ে পরিষেবা দিতে তৎপর শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৭৯

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
৫	৬	■	৭			■	■
■		■	■	■	৮	৯	
১০		১১	■	■	■		■
■	■	১২		১৩	■	১৪	১৫
১৬	■		■		■	■	
১৭			■	১৮			

পাশাপাশি : ১. লাজুক ৩. দাক্ষিণাত্যের পর্বতবিশেষ ৫. ব্রততি, বল্লরি ৭. অব্দ ৮. অতিরিক্ত, অবশিষ্ট ১০. বিখ্যাত এক গায়ক ১২. হাঁস ১৪. আকাশ, গগন ১৭. প্রদীপ ১৮. বানররাজ বালী।

উপর-নিচ : ১. সুকুমার, মধুর ২. ছয়স্বরের মিলিত রাগরাগিণী ৩. সর্বনাশ, ধ্বংস ৪. যোদ্ধা ৬. আশা, অভিলাষ ৯. বিশ্রাম ১১. শরীরবিসর্জন, মৃত্যু ১৩. পান্থশালা ১৫. উক্ত, কথিত ১৬. আসল।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৭৮ : পাশাপাশি : ১. চতুর্দশপদী ৬. পট ৮. নিতান্ত ৯. লম্বাকরা ১০. সন্তানিকা ১২. আত্মক ১৩. ওঝা ১৫. মাঝবরাবর। **উপর-নিচ :** ২. তুরন্ত ৩. শশিভাল ৪. দীপ ৫. অনিচ্ছাসত্ত্বেও ৭. টকরাটকরি ১১. কারগুব ১২. আজব ১৪. ঝামা।

১৯ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৪০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৯০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৪০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৪১৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৭.৯৭	৮৬.৪৪
ইউরো	১০২.৯৪	১০১.০০
পাউন্ড	১১৯.০০	১১৬.৯৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ নুসরত

■ করণ জোহর

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

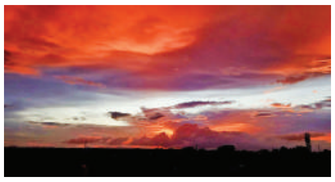

আকাশে আজ রঙের খেলা

আমার শহর

20 August, 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

সিঙ্গুর : আত্মহত্যাই করেন নার্সিং পড়ুয়া

মৃত দীপালি জানা।

প্রতিবেদন : সিঙ্গুরের নার্সিংহোমে আত্মহত্যাই করেছিলেন নার্সিং পড়ুয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হাসপাতালের ময়নাতদন্ত রিপোর্টেই তা প্রমাণ করল বাম-বিজেপির মিথ্যাচার। এখন কী বলবেন মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি করতে নামা বিরোধীরা, প্রশ্ন তুলে দিল তৃণমূল।

কল্যাণী এইমসের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন নার্সিং পড়ুয়া দীপালি জানা। এ-প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম পুলিশ তদন্ত করছে। অথচ দাবি তোলা হল সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করতে হবে। রাম আর বাম কুৎসিতভাবে মৃতদেহ ছিনিয়ে নিতে মারামারি করেছে। তারপর ওদের কথাতেই কল্যাণী এইমসে ময়নাতদন্ত হল। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হাসপাতালই প্রমাণ করে দিল এই সিপিএম-বিজেপি ও কংগ্রেসের একাংশ মিথ্যাবাদী। এরা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করে। প্রত্যেক মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু যারা বলেছিল ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি, তারা নাকে খত দিয়ে, প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে ক্ষমা চাক।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট

the cause of death is asphyxia arising as a complication of antemortem hanging. How ever, viscera has been preserved to rule out the concomitant intoxication/poisoning...

মিথ্যাচার প্রমাণিত এইমসের ময়নাতদন্তে

গত ১৬ অগাস্ট কল্যাণীর এইমসে ময়নাতদন্ত করা হয় নন্দীগ্রামের নার্সিং পড়ুয়ার। মৃতের পরিবারের দাবি মেনে এইমস-এ ময়নাতদন্ত হয়েছিল ৪ জন ফরেনসিকের সিনিয়র চিকিৎসক ও ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে, ভিডিওগ্রাফিও হয়েছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে 'অ্যান্টিমর্টেম হ্যাঙিং' শব্দ উল্লেখ করা রয়েছে। উল্লেখ করা রয়েছে গলায় ফাঁস, আর তার জেরে শ্বাসরোধ করে মৃত্যুর কথা। শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ও শারীরিক নির্যাতনের চিহ্ন মেলেনি। পাশাপাশি ধৃত প্রেমিক রাধাগোবিন্দর মোবাইল ফোন খোঁজের চেষ্টা করছে সিঙ্গুর থানার পুলিশ। ঘটনার আগের দিনও প্রেমিক ও তাঁর বন্ধুর সঙ্গে একটি হোটেলে উঠেছিলেন ওই ছাত্রী। এই ঘটনায় নার্সিংহোমের মালিককেও গ্রেফতার করে পুলিশ।

বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার ডিজিটাল রূপান্তর

শ্রমিকদের স্বার্থে বড় পদক্ষেপ রাজ্যের

প্রতিবেদন : শ্রমজীবীদের জন্য বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের ডিজিটাল রূপান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। অবসরভাতা বিলি থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেন ও বিভিন্ন কল্যাণমূলক পরিষেবা দ্রুত ও কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে একটি নতুন ডিজিটাল মডিউল তৈরি করা হবে। এই যোজনাকে আরও আধুনিক ও স্বচ্ছ করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শ্রম দফতর এজন্য ইতিমধ্যেই আগ্রহী সংস্থাকে যুক্ত করতে দরপত্র ডেকেছে। রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকরা, বিশেষ করে বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স এবং পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা যোজনার আওতাধীনরা এর সুবিধা পাবেন।

নতুন ই-সার্ভিসেস প্ল্যাটফর্মে পেনশন ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ মডিউল তৈরি করা হবে। শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের জন্য পেনশনের সুবিধা, রিয়েল-টাইম রেকর্ড, নমিনি পরিবর্তনের মতো পরিষেবাও মিলবে। পেনশন বন্ধ হওয়া, পুনরায় চালু হওয়া কিংবা জটিল মামলার নিষ্পত্তি, এসবই এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত সম্পন্ন করা যাবে। আর্থিক খাতের ত্রুটি দূর করতেও থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। নতুন সিস্টেমে ক্রেডিট ও ডেবিট অ্যাডজাস্টমেন্ট টুল থাকবে, যাতে প্রভিডেন্ট ফান্ড-সহ অন্যান্য খাতের আর্থিক রেকর্ড সংশোধন সহজ হয়। পাশাপাশি প্রতিটি প্রকল্প ও জেলাভিত্তিক বরাদ্দের হিসেব রাখতে স্বয়ংক্রিয় রেজিস্টার তৈরি হবে। এতে আর্থিক স্বচ্ছতাও বাড়বে। পরিষেবা-গ্রহীতাদের জন্য চালু হবে একটি বেনিফিসিয়ারি ড্যাশবোর্ড, যা ডেস্কটপ, মোবাইল ও ট্যাব যা থেকে খুশি দেখতে পারবেন সুবিধাভোগীরা পেনশন ও নবীকরণের তথ্য রিয়েল-টাইমে জানা যাবে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র পেমেন্ট গেটওয়ে। যার মাধ্যমে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ অর্থ বা পৃথক অর্থ প্রদান সম্ভব হবে। দ্রুত দাবি নিষ্পত্তি ও ডিজিটাল লেনদেনের সুরক্ষাও নিশ্চিত হবে।

এই প্রযুক্তির বিশেষ দিক হল দৃষ্টিহীন বা শারীরিকভাবে অক্ষম শ্রমিকরাও যাতে নির্বিঘ্নে পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন তার ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। এক আধিকারিক বলেন, এই পুরনো সিস্টেমের সমস্ত তথ্য নিরাপদে নতুন প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত হবে, যাতে পুরনো সুবিধাভোগীরাও কোনও অসুবিধায় না পড়েন। বলা হচ্ছে, এই উদ্যোগ রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে প্রযুক্তির মাধ্যমে এক নতুন স্তরে নিয়ে যাবে, যেখানে শ্রমিকদের প্রাপ্য সুবিধা পৌঁছবে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও নির্ভুলভাবে।

কলকাতা পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের নিমতলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মূর্তির উন্মোচনে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, এমআইসি অসীম বসু, কাউন্সিলর মীরা হাজরা। মঙ্গলবার।

বাংলার মান বাঙালির সম্মান

পুজোর পর বনগাঁয় নাগরিক কনভেনশন

প্রতিবেদন : বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের উপর স্বৈরাচারী বিজেপির অত্যাচার অব্যাহত। বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি তকমা দিয়ে হেনস্থার কুৎসিত ন্যারেটিভ তৈরি করা হচ্ছে। এনআরসি-এসআইআরের নামে বাঙালির শিকড়ে যে সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে বিজেপি-আরএসএস, তার প্রতিবাদে বিরাট নাগরিক কনভেনশন হতে চলেছে সীমান্তবর্তী শহর বনগাঁয়। দুর্গাপুজোর পরই রাজনৈতিক পতাকাবিহীন এই নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হবে বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠের আয়োজনে। মঙ্গলবার সেই কনভেনশনের প্রস্তুতি উপলক্ষে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। 'বাংলার মান, বাঙালির সম্মান'- স্লোগানকে সামনে রেখে এই বৈঠকে আসন্ন নাগরিক কনভেনশনের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সর্বস্তরের সাধারণ নাগরিকদের জন্য আয়োজিত এই কনভেনশনে থাকবে না কোনও রাজনৈতিক পতাকা। থাকবে শুধু মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। তার কারণ, তিনিই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গোপাল শেঠ বলেন, বিজেপি রাজ্যগুলিতে বাংলায় কথা বললেই বাংলার শ্রমিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার এবং বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। বিজেপি পরিকল্পিতভাবে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি বলে অপমান করছে। বাংলার সংস্কৃতি ও ভাষার উপর এই হামলা আমরা মেনে নেব না! তাই বনগাঁয় পুজোর পর একটা বিশাল নাগরিক কনভেনশন হতে চলেছে। কুণাল ঘোষ বলেন, বনগাঁয় এই কনভেনশন গুরুত্বপূর্ণ কারণ, বনগাঁ সীমান্তবর্তী এলাকা। বিজেপির অপপ্রচারে এখানকার মানুষকে বেশি হেনস্থার শিকার হতে হয়।

উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ, অরূপ চক্রবর্তী, জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, পুরপ্রধান গোপাল শেঠ, জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় পাল, সুমন ভট্টাচার্য, ড. প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর বিশ্বাস, কাউন্সিলর অমিতাভ দাস, কৃষ্ণ রায়, টুম্পা রায়, শম্পা মহন্ত, শিখা ঘোষ, দীপালি বিশ্বাস, বন্দনা দাস, বন্দনা দাস কীর্তনিয়া, পাপাই রাহা, বনগাঁ শহর কনভেনর শুভেন্দু মণ্ডল ও শিব বণিক প্রমুখ।

বনগাঁয় নাগরিক কনভেনশনের প্রস্তুতিসভা। মঙ্গলবার।

চলছে ইন্টারভিউ, বৈঠক শেষে সিদ্ধান্ত

প্রতিবেদন : রাজ্যের বাকি থাকা ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে তিনদিন ব্যাপী বৈঠক শুরু হয়েছে। ২১ অগাস্ট পর্যন্ত এই বৈঠক চলবে। প্রথম দিন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে ৮ জন উপাচার্য পদপ্রার্থীকে ডাকা হয়েছিল। এরমধ্যে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি। এর মধ্যে বাকি দু'দিন ছ'টি করে ইউনিভার্সিটির উপাচার্যদের নিয়ে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া রয়েছে। ২১ তারিখ বৈঠক শেষ হওয়ার পর বাকি থাকা ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে কারা স্থায়ী উপাচার্য হলেন সেই বিষয়ে জানাবে সুপ্রিম কোর্টের গড়া পাঁচজনের সার্চ কমিটি।

এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্যসচিব

প্রতিবেদন : স্কুল সার্ভিস কমিশনের লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত জেলাশাসকদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বৈঠকে এসএসসি চেয়ারম্যান এবং স্কুল শিক্ষা দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরাও উপস্থিত থাকবেন। পরীক্ষা স্বচ্ছ ও ত্রুটিহীন করতে রাজ্য সরকার এবার বিশেষভাবে তৎপর হচ্ছে। তারই প্রস্তুতিতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে বৈঠকের তোড়জোড়। আগামী ৭ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেবে এসএসসি। দু'টি পরীক্ষায় মিলিয়ে বসতে চলেছেন প্রায় ৫ লক্ষ ৮০ হাজার পরীক্ষার্থী। ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের হাতে পৌঁছে গিয়েছে নবান্নের প্রাথমিক নির্দেশিকা। সেই অনুযায়ী সরকারি আধিকারিকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানেই হবে লিখিত পরীক্ষা। প্রতিটি কেন্দ্রে বাধ্যতামূলকভাবে বসানো হবে সিসিটিভি। ফ্রিসকিংয়ের সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ প্রশাসন। পরীক্ষা চলাকালীন নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যাঙ্কের আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই দু'দিন প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে তাঁদের উপস্থিত থাকতে হবে।

যাদবপুরে সিসিটিভি লাগানোর নির্দেশ

প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো ক্যাম্পাসকে ঘিরে ফেলতে হবে সিসিটিভি ক্যামেরায়। উচ্চশিক্ষা দফতরকে এই মর্মে নির্দেশ দিল উচ্চ আদালত। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সিসি ক্যামেরা বসাতে কত খরচ পড়বে, তার হিসেব করে উচ্চশিক্ষা দফতরে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি ছিল। পরবর্তী শুনানি ২৫ সেপ্টেম্বর। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সহ-উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি বৈঠক করে। সেখানে ৬৫ লক্ষের হিসেব উঠে আসে। এবার সেই হিসেব আদালতের নির্দেশমতো উচ্চশিক্ষা দফতরকে দেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 August, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জবাব দেবেন

আবার বাঙালি। আবার আক্রমণ। এবার উত্তরাখণ্ড। বাঙালি জওয়ানের স্ত্রী-কন্যাকে নৃশংস মারধর। থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশি অত্যাচার। মাকে বাঁচাতে গিয়ে ডাক্তারি পড়ুয়া অষ্টাদশী কন্যার যৌনাঙ্গে বারবার আঘাত। অসহায় বাঙালি পরিবার। কেন আক্রমণ? প্রথম কারণ বাঙালি, বাংলাভাষী। দ্বিতীয় কারণ, দেরাদুনে সম্পত্তি রয়েছে পরিবারের। বাঙালির হাত থেকে সেই বাসস্থান কেড়ে নিতে হবে। তৃতীয় কারণ, উত্তরাখণ্ডে জায়গা নেই অন্য কারওর! তাই পুলিশ-প্রোমোটার মিলে যৌথ হামলা। আসলে বিজেপি রাজ্যগুলি ক্রমশ জঙ্গলরাজ্যে পরিণত হয়েছে। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ তৈরি করে লড়াই লাগিয়ে দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোটাকেই ভেঙে দিতে চাইছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই অস্বীকার করতে চাইছে। ভারতবর্ষ এর আগে এ-ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে বলে মনে হয় না। শাসক শ্রেণি রাজনৈতিকভাবে এতটাই দেউলিয়া যে তাদের রোটি-কাপড়া-মকান নিয়ে লড়াই করার সাহস নেই। মানুষকে আসল লড়াই থেকে সরিয়ে রাখার জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদের রাজনীতিতে ব্যস্ত করে ফেলা। বিজেপি পরপর দুটি মেয়াদ শেষ করে তিনটি মেয়াদ শেষ করার দিকে এগোচ্ছে। বিগত ১১ বছরে বিজেপি যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সবক'টিতে ব্যর্থ হয়েছে, মিথ্যাচার করেছে। মানুষ এখন প্রশ্ন করছেন। এই প্রশ্ন যাতে মানুষ না করেন তাই মানুষে-মানুষে লড়িয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্তে নেমেছে বিজেপি। বাংলা ভাষা এবং বাঙালির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস তারই উদাহরণ। ছাব্বিশের ভোটে বাংলার মানুষ ইঙ্গিতে-ইঙ্গিতে জবাব দেবেন বিজেপিকে।

e-mail থেকে চিঠি

যত কম বলা যায়, ততই ভাল

যোগীরাজ্যের কথা যত কম বলা যায়, তত ভাল। এমনিতে তো অপরিসীম দরদ দেখায় সেনাবাহিনীর প্রতি। আসলে যে সেটা কত বড় নাটক, সেটা বোঝা যায় বাস্তবের দিকে তাকালেই। উত্তরপ্রদেশের মিরাটের ভূনি টোল প্লাজার ঘটনা। ট্রাফিক জ্যাম ও ফি নিয়ে বচসার জেরে এক সেনা জওয়ানকে বেধড়ক মারধর করল দুষ্কৃতীরা। ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে জওয়ানের দুটি হাত পেঁচিয়ে ধরে এক দুষ্কৃতী। এরপর তার সাঙ্গপাঙ্গরা ওই সেনা কর্মীকে বেদম মারধর করে। কিল, চড় তো বটেই, লাঠি দিয়েও পেটানো হয় ওই জওয়ানকে। একজনকে ইট হাতেও তেড়ে আসতে দেখা গিয়েছে। আক্রান্ত জওয়ানের নাম কপিল। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরে কর্মরত। ছুটির পর কাজে যোগ দিতে দিল্লি যাচ্ছিলেন তিনি। কার্নাল হাইওয়ের উপর টোল প্লাজায় ট্রাফিক জ্যাম ও টোল ফি নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন কপিল। তারপরেই তাঁকে মারধর করা হয়। অকৃত্রিম সেনাভক্তির নমুনা। তবে আমাদের রাজ্যের বিজেপি প্রজাতির নেতারাও কিন্তু এক সে বড়কর এক। ক'দিন আগেই তমলুকের জাতীয় সড়কে উল্টে গেল মাছের গাড়ি। রাস্তার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুই-আড়াই কেজি ওজনের রুই, কাতলা। সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় বাইক থামালেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বামদেব গুছাইত। জাতীয় সড়কের উপর লাফাতে থাকা দু'টি মস্তবড় কাতলা দু'হাতে জাপ্টে ধরে ওই নেতা দৌড় লাগালেন। দুর্ঘটনার মুখে পড়া গাড়ি চালককে উদ্ধার না করে মাছ কুড়িয়ে পালানোর ঘটনা বিজেপি নেতারাই ঘটাতে পারেন। বামদেবের স্ত্রী খারুই-২ পঞ্চায়েতের প্রধান। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির চালক ও খালাসি যখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন সেই সময় ওই নেতা জোড়া কাতলা মাছ চুরি করে পালাচ্ছেন। সত্যিই ওদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল।

— **মনোজ দত্ত, কৈখালি, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

যদি চান বাংলাকে বাঁচাতে ছুঁড়ে ফেলুন বাম-বিজেপিকে

সাড়ে তিন দশক ধরে বামেদের অপশাসনে বাংলা ও বাঙালির চরম সর্বনাশ হয়েছে। এবার সর্বনাশের ষোলো কলা পূরণ করার দায়িত্ব নিয়েছে বিজেপি। ওরা কাড়ছে গরিবের ভাত, লুটছে তাদের ভোটাধিকার। বাংলা ও বাঙালির আজ ও আগামীর একমাত্র আশ্রয় জননেত্রী। লিখছেন **তানিয়া রায়**

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, leaving no stone unturned। অর্থাৎ, কোনও পাথর আর ওল্টাতে বাকি নেই। সারার্থ, সবরকম চেষ্টাই করা হয়েছে।

বাংলাকে বঞ্চিত রাখার জন্য মোদি সরকারের তরফে কোনও কসুর করেনি। কোনও পাথরই আর ওল্টাতে বাকি রাখছে না তারা। তার নমুনা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বাংলা। বাংলায় ১০০ দিনের কাজ শুরু করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ। তাতে বলা হয়েছিল, অগাস্ট মাস থেকে কাজ শুরু করতে হবে। সেই পথে হাঁটল না মোদি সরকার। সময়সীমার ১৮ দিন পর আইনি পথেই গেল শিবরাজ সিং চৌহানের কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দফতর।

বাংলায় ১০০ দিনের কাজ রুখতে হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে কেন্দ্র।

আমরা জানতাম, ১০০ দিনের কাজে বাংলাকে বঞ্চিত করছে কেন্দ্র। বকেয়া পাওনা মেটাতে হবে—এটাই ছিল বাংলার দাবি। এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পরও ১ অগাস্ট থেকে ১০০ দিনের কাজ চালু না করে কেন্দ্র সোজা চলে গেল সুপ্রিম কোর্টে! আইনি জটে পুরো বিষয়টি ঘেঁটে দিতে।

এতেই প্রমাণ হয়, মোদি সরকারের লক্ষ্য, মোদি সরকারের চরিত্র। ওদের একটাই টার্গেট, বাংলার মানুষকে বঞ্চিত রেখে দেওয়া। এই কারণে বিজেপিকে জনবিরোধী, বাংলাবিরোধী, গরিববিরোধী, সংবিধান-বিরোধী বলা হয়। জনগণের ন্যায্য পাওনা পূরণে এই অনীহা বুঝিয়ে দিচ্ছে দেশে একনায়কতন্ত্র চলছে।

কোনও ব্যাপারে এই কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্টভাবে কোনও জবাব দিতে অক্ষম। একটা সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবনের ব-দ্বীপ ইস্যুতে সরকারের অবস্থান জানতে চাইলে জলশক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজভূষণ চৌধুরী লিখিতভাবে জানিয়েছেন, খড়্গপুর আইআইটি'কে দিয়ে সমীক্ষার কাজ করানো হয়েছে। দেখা গিয়েছে, ভাঙন এবং চর সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক এলাকাজুড়ে। নদীর স্বাভাবিক ধর্মেই এটি ঘটে। এত জ্ঞানের কথা আমরা শুনলাম। কিন্তু কীভাবে সুন্দরবনের এই ব-দ্বীপকে রক্ষা করা যায়, তা নিয়ে মন্ত্রীর কোনও স্পষ্ট জবাব নেই।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন। রাজ্যের বকেয়া ইস্যুতে মুখ বুজে সব কিছু মেনে নেওয়ার প্রশ্নই নেই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে দেখা করে ফের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মেটানোর দাবি তুলবে তৃণমূল কংগ্রেস।

আর শুধু নরেগা বা ১০০ দিনের কাজের টাকাই নয়, বিজেপি সরকার রাজ্যের প্রাপ্য জল জীবন মিশনের টাকাও আটকে দিয়েছে। ওই খাতে ২ হাজার ৫২৫ কোটি টাকা পাবে রাজ্য।

এ-ব্যাপারে সাম্প্রতিকতম ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার। ওই দিন পাওনা মেটানোর দাবিতে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাতিলের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল দেখাও করেছে। মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে চার পৃষ্ঠার এক স্মারকলিপি। সেখানে জল জীবন মিশন তো বটেই, ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার মতো প্রকল্পেও যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে না, তা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে বকেয়া কোটি কোটি টাকা চেয়ে বারবার দরবার করলেও, 'বিরোধী' বাংলাকে 'ল্যাজে খেলাচ্ছে' দিল্লি। উল্টে একের পর এক অজুহাত খাড়া করে বন্ধ করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় অনুদান। বিস্তর শর্ত চাপিয়ে, একের পর এক কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল পাঠিয়েও 'কুপোকাত' করা যাচ্ছে না পূর্ব ভারতের এই রাজ্যকে। অনমনীয় মনোভাবে নিজস্ব রাজস্ব ভাণ্ডার থেকেই রাজ্যের মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষার যাবতীয় প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পর্বেই এক্স হ্যান্ডেলে জননেত্রীর ঘোষণা—''রাজ্যের আরও ১৬ লক্ষ যোগ্য গরিব পরিবারকে আমরা বাড়ি করে দেব। তাঁরা তাঁদের প্রথম কিস্তির টাকা চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে এবং দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ২০২৬ সালের মে মাসে পেয়ে যাবেন। তাঁদেরও আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম।''

এর আবহেই চেষ্টা চলছে বাংলায় ভোট চুরির নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করার ব্যবস্থা চালু করার। ভোট চুরির নতুন অস্ত্র এখন এসআইআর। গত রবিবারই সংসদে বিরোধী নেতা বিহারের সাসারামে ভোটার তালিকায় নাম না-থাকা অনেকের সঙ্গে বৈঠক করেন। গত লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন। এসআইআরের পর কমিশনের এবারের তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ পড়েছে। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে গণতান্ত্রিক ভারত থেকে এঁদের পরিচয়, অস্তিত্ব মুছে ফেলা হয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম না-থাকা ব্যক্তিদের পরিচয় জানলে যে কেউ চমকে উঠবেন। এঁদের একজন প্রাক্তন সেনানী, একজন দলিত শ্রমজীবী, একজন ওবিসি শ্রমজীবী, একশো দিনের কাজের একজন মহিলা কর্মী এবং একজন সংখ্যালঘু শ্রমজীবী। সামাজিক বৈষম্য এবং আর্থিক অবস্থার কারণে এঁরা ভোটিং সিস্টেমের সঙ্গে লড়তে পারবেন না। বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের বোঝাপড়ার খেসারত দিচ্ছেন বহুজন এবং গরিব মানুষরা। এমনকী সেনাকর্মীরাও বাদ যাচ্ছেন না। এই তো অবস্থা!

অর্থাৎ, ভাতে মারার চেষ্টা তো অব্যাহত। এখন চালু হতে চলেছে নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের। বাংলাভাষী মানুষকে অনাগরিক বানিয়ে তাদের পেটে লাথি মারার ব্যবস্থা সুগঠিত করার আয়োজন অব্যাহত।

এদের জবাব দিতেই হবে ইভিএম-এ।

লালেরা এই রাজ্যের সর্বনাশ করেছে সাড়ে তিন দশক ধরে। আর গেরুয়া পার্টি এখন চেষ্টা করছে সর্বনাশের চরম সীমায় রাজ্যকে নিয়ে যাওয়ার। লালেরা শূন্যে পৌঁছেছে। গেরুয়াকেও সেখানে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে। আগামী নির্বাচনে।

টোটো এবং সিটিসি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ। মৃত দুই। বাসন্তী থানার অন্তর্গত এলাকার ঘটনা। দু'জনেই নির্দেশখালি আল-মানা মিশনের কর্মী

ক্ষুদ্রশিল্পে বাংলা স্বনির্ভর, মোদির আত্মনির্ভর ভারতের প্রচার জুমলা

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের জুমলা পদে পদে প্রমাণিত। ক্ষুদ্রশিল্পে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার শুধু গালভরা প্রচারই করেছিল কেন্দ্রের মোদি সরকার। বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন ছিল না। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কথা দিয়ে কথা রেখেছেন। প্রতিটি প্রকল্প সফলভাবে রূপায়ণ করেছেন। ক্ষুদ্রশিল্পও বিস্তর প্রসার লাভ করেছে বাংলায়। কেন্দ্র ও রাজ্যের তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।

করোনা মহামারীর সময় দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছিল মোদি সরকার। 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর গল্প শুনিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী পাঁচ বছরে দেখা গিয়েছে এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকার খরচ করেছে মাত্র ১৫ শতাংশ। ক্ষুদ্রশিল্প প্রসার লাভ করেনি, কর্মসংস্থানও তৈরি হয়নি। কর্মসংস্থানের দিশা দিতে কেন্দ্র ৫০ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করার কথা জানিয়েছিল। এর মধ্যে ১০ হাজার কোটি টাকা

দেবে কেন্দ্র। বাকি ৪০ হাজার কোটি দেবে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংস্থা। কিন্তু পাঁচ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, ১০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ১ হাজার ৪৩৫ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছে কেন্দ্র। অর্থাৎ ১৫ শতাংশও খরচ করতে পারেনি। আর মূলধন জোগানকারী বেসরকারি সংস্থা বা ভেঞ্চার ক্যাপিটালের খরচ হয়েছে ১১ হাজার ১৪১ কোটি টাকা। অর্থাৎ, মোট ৫০ হাজার কোটির তহবিলে মাত্র ১২ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। শুধু রূপায়ণে ব্যর্থতাই নয়, এক্ষেত্রেও বাংলার সঙ্গে করা হয়েছে বঞ্চনা। গোটা দেশে যখন ৬০৯টি সংস্থা এই সরকারি সুবিধা পেয়েছে, সেখানে বাংলায় পেয়েছে মাত্র ছ'টি! এই তো মোদি সরকারের কর্মসংস্থান তৈরির ভাঁওতা। তারা নাকি দেবে বছরে ২ কোটি চাকরি! 'প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা'য় কর্মসংস্থান তৈরির জুমলায় ফের একবার প্রমাণিত মোদি সরকার প্রচারসর্বস্ব, কাজের ক্ষেত্রে অষ্টরম্ভা। বেসরকারি এমএসএমই'র ক্ষেত্রেও একই অবস্থা কেন্দ্রের। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ৬৪টি মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা যুক্তি করলেও প্রকল্প রূপায়নে ব্যর্থ মোদি। বিভিন্ন শর্তের গেরো ও প্রশাসনিক জটিলতায় ক্ষুদ্রশিল্পে আগ্রহ হারাচ্ছেন উদ্যোগপতিরা।

রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা এই মর্মে জানান, কেন্দ্রের সব প্রকল্পেরই বেহাল দশা। অথচ বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনা প্রতিটি প্রকল্প অত্যন্ত সফল। এমএসএমইতে বাংলা দেশে এক নম্বরে।

■ খড়দহের পানিহাটি পুরসভার ১৮ ও ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড, পাতুলিয়া ও বন্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি। মানুষের প্রয়োজনের কথা শুনছেন স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

■ হাওড়ার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে বিধায়ক ও হাওড়া সদর মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী নন্দিতা চৌধুরি, হাওড়া সদর তৃণমূলের সম্পাদক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

আনন্দপুরের খালে জোড়া দেহ!

মৃত্যুর কারণ নিয়ে তৈরি ধোঁয়াশা

■ দেহ উদ্ধার। ইনসেটে মৃত তরুণ-তরুণী।

প্রতিবেদন : আনন্দপুরের খালে কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে মিলল যুগলের দেহ! সকালে উদ্ধার হয়েছিল যুবকের দেহ, বিকেলে মিলল এক তরুণীর দেহও। খালের পাশেই পাওয়া গেল তরুণীর স্কুটি। মঙ্গলবার সকাল থেকে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আনন্দপুরের চিনামন্দির খালপাড় এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাতে বন্ধু রোহিত আগরওয়ালকে (১৯) নিয়ে স্কুটি চালানো শিখছিলেন রণিতা বৈদ্য (২৩)। দু'জনেই আনন্দপুরের উত্তর পঞ্চান্নগ্রামের বাসিন্দা। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ খালপাড়ের কাছে তাঁদের শেষবার দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তরুণীর চিৎকার শুনে ছুটে এসে দেখা যায়, মাঝরাস্তায় তরুণ-তরুণী নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছেন। হঠাৎই তরুণী স্কুটি থেকে নেমে খালের দিকে চলে যান। স্কুটি দাঁড় করিয়ে পিছু পিছু যান যুবকও। খালের ধারেও কিছুক্ষণ বচসা হয়। তারপরই খালের জলে ঝাঁপ করে কিছু পড়ার শব্দ পাওয়া যায়। পাশের একটি ওয়াইন শপের সিসিটিভি ফুটেজে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের মিল পাওয়া যায়। তারপরই মঙ্গলবার সকাল থেকে কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা টিম তল্লাশি শুরু করে। বেলা ১২টা নাগাদ রোহিতের দেহ পাওয়া যায়। তারপর খালে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালাতেই দুপুরের পর মেলে রণিতার দেহও। দুই পরিবারের লোক দেহ শনাক্ত করলে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ এনআরএস হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দু'জনের দেহেই প্রাথমিকভাবে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তদন্ত চলছে। তবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

অভিনয়ে সুযোগের নামে মডেলকে ধর্ষণের অভিযোগ

প্রতিবেদন : সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ করে দেওয়ার নামে কলকাতার এক মডেলকে দু'বছর ধরে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এ-নিয়ে কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নিগৃহীতা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। গত ২০২৩-এর অগাস্ট থেকে একাধিকবার ধর্ষণের শিকার বলে অভিযোগ করেছেন নিগৃহীতা মডেল। ধর্ষণ, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ধারাতে কসবা থানায় মামলা রুজু করে শুরু হয়েছে তদন্ত। অভিযোগকারিণীর বক্তব্য, টলিউডে কাজ দেওয়ার নামে কসবা এলাকায় একটি বাড়িতে অডিশনের নাম করে ডাকা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু কোনও কাজ তো দেওয়া হয়নি, উল্টে দিনের পর দিন মূলত দু'জন তাঁকে লাগাতার ধর্ষণ করেছেন এবং শারীরিক নির্যাতন করেছেন বলে অভিযোগ। অভিযুক্তরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত বলেই দাবি তরুণীর। অভিযুক্ত হিসেবে নাম উঠে আসছে পরিচালক রাজর্ষি দে এবং প্রযোজক রিকির নাম। দু'জনে একসঙ্গে কাজ করতেন। এমনকী এক ছবিতে দু'জনে কাজও করেছেন।

■ বিধায়ক সুকান্ত পালের উদ্যোগে আমতা এলাকায় মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও হাই মাদ্রাসার কৃতী ৭০০ জন পড়ুয়াকে সংবর্ধনা। 'স্বীকৃতি' শীর্ষক এই কর্মসূচিতে প্রত্যেক কৃতী পড়ুয়ার হাতে চারাগাছ দেওয়া হয়।

নিম্নচাপের প্রভাব কমছে বাংলায়, তাও চলবে বৃষ্টি

প্রতিবেদন: সুস্পষ্ট নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হলেও বাংলায় সরাসরি এর কোনও প্রভাব পড়েনি। তবে নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাবে গোটা সপ্তাহ জুড়েই ঝড়-বৃষ্টি হবে। এই নিম্নচাপের জেরে উত্তাল থাকবে সমুদ্র। মৎস্যজীবীদের ২২ অগাস্ট পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। সপ্তাহান্তে ভারী বৃষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণের কিছু জেলায়। উত্তরবঙ্গে উপরের পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টি, শনিবার, রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। এরপর আর ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। এছাড়াও শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান মুর্শিদাবাদ নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টি। শনিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর হাওড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে ভারী বৃষ্টি। রবিবারে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়াতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান : কেন্দ্রই দায়ী, হাইকোর্টে রাজ্য

প্রতিবেদন : ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ নিয়ে কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলল রাজ্য। মঙ্গলবার জনস্বার্থ মামলায় হলফনামা পেশ করে রাজ্য জানিয়েছে, নিজেদের উদ্যোগে রাজ্যে শুরু করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রের কাছে হলফমানা তলব করেছে বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ। চার সপ্তাহ পর মামলার পরবর্তী শুনানি।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের বাস্তবায়নের আবেদনে জোড়া জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। এই মামলায় রাজ্যের কাছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের রিপোর্ট তলব করে আদালত। রাজ্য এবং ক্যাগ আলাদা আলাদা করে রিপোর্ট পেশকরে। সেই রিপোর্টে কাজ আটকে থাকা নিয়ে কেন্দ্রকে দায়ী করে রাজ্য। প্রসঙ্গত, শিলাবতী, কংসাবতী এবং দ্বারকেশ্বর নদের শাখা নদী ঝুমির লীলাভূমি হিসাবে পরিচিত ঘাটালে জমিদারি আমলে সার্কিট বাঁধ দেওয়া হত। সেই বাঁধগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন ভঙ্গুর। তা ভেঙেই মূলত ঘাটাল এলাকায় বন্যা দেখা দেয় ফিবছর। উল্টোদিকে জোয়ারের সঙ্গে আসা পলি নদীতেই জমতে থাকে। কমতে থাকে নদীর জলধারণ ক্ষমতা। আর ফিবছর বন্যা প্রবণতাও বাড়তে থাকে। এই সমস্যা মেটাতে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের ভাবনা রাজ্যের। কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনায় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান এতদিন বাস্তবায়িত হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্যের তরফে প্রাথমিকভাবে ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে কাজ শুরু হয়েছে।

রাজ্য
20 August, 2025 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এলাকায় অভব্যতার প্রতিবাদ করায় গৃহবধূকে মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ। কুলতলি থানা ১ নম্বর মধুসূদনপুরের ঘটনা। গ্রেফতার অভিযুক্ত। বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়

গৃহবধূর সঙ্গে সম্পর্কের টানে মধ্যমগ্রামে আসে যুবক

সংবাদদাতা, মধ্যমগ্রাম : কোনও সন্ত্রাসবাদী নাশকতার উদ্দেশ্যে মধ্যমগ্রামে আসেনি বিস্ফোরণে মৃত উত্তরপ্রদেশের যুবক সচিদানন্দ মিশ্র। মধ্যমগ্রামের দাসপাড়ার এলাকার এক গৃহবধূর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল তার। সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে সে আগেও একাধিকবার মধ্যমগ্রামে এসেছে। গৃহবধূ নীলিমার স্বামী শফিকুল গাজি তার টার্গেট ছিল বলেই মনে করছে পুলিশ। তবে বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয়।

রবিবার গভীর রাতে মধ্যমগ্রামের রাস্তায় বিস্ফোরণে প্রাণ যায় উত্তরপ্রদেশের সচিদানন্দ মিশ্রের। ইতিমধ্যেই ছেলের দেহ নিতে মধ্যমগ্রামে পৌঁছেছেন তার বাবা অশনিকুমার মিশ্র। জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ ছেলের সঙ্গে ফোনে কথা হয়। ছেলে জানায় সে বেনারসে আছে। কিন্তু ছেলের সঙ্গে মধ্যমগ্রামের গৃহবধূর সম্পর্কের কথা বাবা জানতেন না। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই এসটিইএফ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে ওই গৃহবধূ নীলিমা ও তার স্বামী শফিকুল গাজিকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গন্ডগোল লেগেই থাকত বলে দাবি প্রতিবেশীদের।

নোনা জলের কুমিরের সংখ্যা বৃদ্ধি

সুন্দরবনে বন দফতরের সমীক্ষা

প্রতিবেদন : সুন্দরবনে কুমিরের সংখ্যা আরও বাড়ল। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এই ম্যানগ্রোভে নোনা জলের কুমিরের সংখ্যা আনুমানিক ২২০ থেকে ২৪২। সম্প্রতি প্রকাশিত বন দফতরের নতুন সমীক্ষা এই তথ্য দিয়েছে। 'পপুলেশন অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড হ্যাবিটাট ইকোলজি অফ সল্টওয়াটার ক্রোকোডাইলস ইন সুন্দরবনস ২০২৫' শীর্ষক এই প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে পদ্ধতিগত সমীক্ষা, জিপিএস ম্যাপিং ও আবাসভূমির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের মাধ্যমে। ভবিষ্যৎ কুমির সংরক্ষণ কর্মসূচির প্রসারে এই সমীক্ষা নতুন দিশা দেখাবে।

সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের প্রকাশিত ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ২০২৪-'২৫ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী আনুমানিক ২৪২টি কুমির রয়েছে সুন্দরবনে। এর আগে সংখ্যাটি ছিল ২০৪ থেকে ২৩৪-এর মধ্যে। ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট সাইটিং-এর ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সমীক্ষার সময় যা চোখে পড়েছে, তার বাইরেও আরও কুমির থাকতে পারে। কারণ সমীক্ষার সময় সব প্রাণীকে ধরা সম্ভব হয় না। বন দফতর জানিয়েছে, গতবছর ডিসেম্বর এবং এই বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির তিনদিন ধরে নদী-খাঁড়ি মিলিয়ে প্রায় ১১৬৮ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই সমীক্ষা চালানো হয়। বনকর্মীরা খালি চোখে দেখা, ট্র্যাপ ক্যামেরার ছবি এবং কাদায় কুমিরের ছাপ দেখে সংখ্যা নির্ণয় করেছেন।

সবচেয়ে বেশি কুমির দেখা গিয়েছে রায়দিঘি রেঞ্জে। সজনেখালি এবং ন্যাশনাল পার্ক পশ্চিম এলাকাতেও ভাল সংখ্যায় কুমিরের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রায়দিঘির বিভিন্ন গ্রামের পুকুরে কুমিরের দেখা মিলেছিল, যা থেকে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। সমীক্ষাটি চালান হয়, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তিনমাস ধরে প্রতি মাসে তিনদিন মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা চলে। মোট ১,১৬৮ কিলোমিটার ট্রানসেক্ট এলাকা ঢেকে ফেলা হয়।

সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের এক আধিকারিক জানান, নোনা জলের কুমির জলের জীববৈচিত্র্যের স্বাস্থ্যের অন্যতম সূচক। এ বার সমীক্ষায় সরাসরি ২১৩ বার কুমির দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি নোনা জল, পৃষ্ঠজল ও বাতাসের তাপমাত্রা, খালের প্রস্থ, বাঁকের ঢাল ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত তথ্যও সংগ্রহ করা হয়। কুমিরেরা সাধারণত জোয়ারের সময় ১০ থেকে ১৩০ মিটার প্রস্থের খাল পছন্দ করে, যার গভীরতা ৯০ মিটারের কাছাকাছি । বন দফতর জানিয়েছে, আগামী দুই বছর এই সমীক্ষা অব্যাহত রাখা উচিত, যাতে জনসংখ্যার প্রবণতা, গতিশীলতা ও ডিম পাড়ার জায়গা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। নতুন এই হিসেব দেখাচ্ছে, সুন্দরবনে নোনা জলের কুমিরের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

■ ৯৩ নং ওয়ার্ডে নবনির্মিত বাঙ্গুর পার্কে গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি ও তাঁর নামাঙ্কিত বাসস্ট্যান্ড উদ্বোধনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ সৌগত রায়, কাউন্সিলর মৌসুমী দাস, মেয়র পারিষদ অসীম বসু, সঙ্গীতশিল্পী অনুপম রায় প্রমুখ। মঙ্গলবার।

■ মহাজাতি সদনের ৮৭তম প্রতিষ্ঠাদিবস অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্বেদ রায়, নুরুল হুদা, সুধাংশুশেখর দে প্রমুখ। মঙ্গলবার।

পাচার রোধে বিশেষ পাঠ রাজ্য মহিলা কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট : কখনও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ। আবার কখনও শিশু, নারী ও মানব পাচার যেন সীমান্তের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সেই সঙ্গে বাল্যবিবাহ তো রয়েছেই। সেই ঘটনাকে প্রতিহত করতে এবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রামে গ্রামে হাজির হচ্ছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা। সচেতনতার পাশাপাশি সীমান্তের শিশু ও নারী কল্যাণের সরাসরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। দেওয়া হয়েছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর। যার মাধ্যমে সরাসরি অভিযোগ জানানো যাবে।

মঙ্গলবার বসিরহাটের সীমান্তবর্তী বসিরহাট ১ নং ব্লকের ইটিণ্ডা-পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে তেমনই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। মানব পাচার-সহ বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশু ও নারী কল্যাণের

■ বসিরহাটে আলাপচারিতায় মহিলা কমিশনের সদস্যরা।

সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, কমিশন সদস্য চৈতালি লাহিড়ী, ইটিণ্ডা-পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মেহেরুন্নেসা বিবি, উপপ্রধান চিন্ময় সরকার ও বসিরহাট ১ পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সরিফুল মণ্ডল-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে বাল্যবিবাহ এবং শিশু ও নারী পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি বিশেষ একটি কর্মশালার আয়োজনও করা হয়। এরপর ঘোজাডাঙা সীমান্তের উত্তরপাড়ার সীমান্তবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। সঙ্গে পাচারবিরোধী বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়। বারবার সীমান্ত পাচার নিয়ে সরব হয়েছে রাজ্য সরকার। বাল্যবিবাহ ও মানব পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে গ্রামের মেয়ে-বউদের দেওয়া হয় নানান কৌশল। সেই সঙ্গে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর ও মেইল আইডি গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল ০৩৩২৩২১০১৫৪, ০৩৩২৩৩৪৫৩২৪ ও ০৩৩২৩২১৮৬০৮। সঙ্গে wbcw.org@gmail.com এই মেইল আইডিতেও সরাসরি শিশু ও নারী পাচার সংক্রান্ত যেকোনও ধরনের অভিযোগ জানানো যাবে বলে জানান তাঁরা। এই ধরনের কর্মকাণ্ড আরও বেশি করলে সচেতনতা বাড়বে বলেই মত তাঁদের। এতে সীমান্তে পাচার অনেকটাই কমবে বলে মনে করেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

■ বহুরূপ ছবির ট্রেলার লঞ্চে অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী, ইধিকা পাল। মঙ্গলবার বেলেঘাটায়।

রাজ্যপালকে জবাব তৃণমূলের

প্রতিবেদন : বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে আদার ব্যাপারী হয়ে কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। কিন্তু রাজ্যপালের এই অত্যুৎসাহী আচরণের অবস্থানকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম বলেন, বাংলা দেশের প্রথম রাজ্য যেখানে ২০২৩ সালে শ্রমিক কল্যাণ বোর্ড গড়া হয়েছে। আমাদের সরকারি পোর্টালের মাধ্যমে শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে, পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। এমনকী মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যজনক, রাজ্যপাল এসব খোঁজ না নিয়েই কেন্দ্রকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁর আরও বক্তব্য, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবারই নতুন 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। এর মাধ্যমে শ্রমিকদের মাসিক ৫০০০ টাকা করে ভাতা দিয়ে তাঁদের ঘরে ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার।

বানারহাটের চা-বাগান থেকে উদ্ধার হল অজগর। কাজ করার সময় বাগানের ঝোপের মধ্যে সাপটি চোখে পড়ে শ্রমিকদের। বন দফতরে খবর দেওয়া হয়। সাপটিকে উদ্ধার করা হয়েছে

শ্রমশ্রী প্রকল্প: মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা শ্রমিক ও পরিবারগুলির

বাড়ি ফিরবেন স্বামী ও ৩ ছেলে

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : চিন্তামুক্ত হলাম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বড় ঘোষণা করেছেন। আমাদের পাশে আছেন। আর তাই ভিনরাজ্যে নয়। এবার তিন ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন স্বামীও। বলতে গিয়েই গলা ধরে এল কেরলে থাকা ধূপগুড়ির পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী প্রতিমা রায়ের। স্বামী ফুলচন রায়-সহ তিন ছেলে পিয়ন রায়, সনজিত রায়, মনোজিৎ রায় কেরলে রয়েছেন। অনেক সমস্যা কষ্ট করতে করতে হয়েছে

■ শ্রমিক পরিবারের সদস্য প্রতিমা রায়কে মিষ্টিমুখ।

তাঁদেরও। তবে আর নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবার তাঁরা বাড়ি ফিরতে চান। এই প্রকল্প ঘোষণা হতেই চারিদিকে খুশির হাওয়া। চিন্তামুক্ত হয়েছেন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা। ধূপগুড়ি ব্লকে তৃণমূল এসসি ওবিসি সেলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে শ্রমিকদের পরিবারকে এই সুখবর জানানো হয় এবং মিষ্টিমুখ করানো হয়। শ্রমিক পরিবারের সদস্য শ্যামল রায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আমাদের ছেলে বাইরে কাজ করে, বছরে এক-দু'বার বাড়ি আসে। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া এই ৫০০০ টাকা আমাদের সংসারে অনেক কাজে লাগবে। সত্যিই আমরা কৃতজ্ঞ। তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের মুখে স্বস্তির হাসি ফুটিয়ে তুলবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরাও জানিয়েছেন, সরকারের এই পদক্ষেপ তাঁদের জন্য বড় সহায়ক হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর এসেছে পরিযায়ী শ্রমিকরা অনেকেই রওনা যেমন দিয়েছেন তেমনি বাকিরা ও ফিরে আসবার চিন্তা করছেন।

আমির শেখ (মালদহ) : একের পর এক অত্যাচার। মারধর। পুশব্যাক, গুলি করার হুমকি। এখনও চোখ বন্ধ করলে আতঙ্কের দিনগুলি দেখতে পাই। রাজস্থানে ওই অত্যাচার ভুলব না। আর নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ফিরতে পেরেছি। আমাদের মতো পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমশ্রী প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। তিনি সত্যিই আমাদের সকলের অভিভাবক। তাঁকে শতকোটি প্রণাম।

মফিজুল হক (কোচবিহার) : মুখ্যমন্ত্রী মানবিক। আমাদের কথা ভেবেছেন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আমরা এবার শান্তিতে থাকতে পারব। তবে বাংলার শ্রমিকদের ওপর যেভাবে বিজেপি শাসিত রাজ্যের পুলিশ অত্যাচার শুরু করেছে তার শিকার হতে হয়েছে আমাদের। এর জবাব আমাদের মতো প্রত্যেকটা শ্রমিক দেবেন। অভিযোগ, হরিয়ানা পুলিশ তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে হুমকি দিচ্ছিল ও টাকা লুটপাট করছিল। পুলিশের হাতে অত্যাচারিত হয়ে ৫ অগাস্ট স্ত্রী, দুই বাচ্চা, ভাই-বোন ও জামাইকে নিয়ে অবশেষে তুফানগঞ্জের বাড়িতে ফিরেছি। আর ভিনরাজ্যে যাব না।

জুনেদ আলম, (গোয়ালপোখর) : হরিয়ানা পুলিশের চরম অত্যাচার। উল্টো করে ঝুলিয়ে মার। বিজেপির রাজ্যে নৃশংস অত্যাচার। আর শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর কোনও চিন্তা নেই। পরিবারে সদস্যরাও চিন্তামুক্ত হয়েছেন। বাংলা

বলায় যে নারকীয় অত্যাচার হয়েছে তার আতঙ্ক আজও তাড়া করছে। তাই আর বাইরে কাজ করতে যাব না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিকদের কথা ভেবে যে প্রকল্প এনেছেন তাতে অনেক উপকার হবে আমাদের।

মালদহে শুটআউট, গুলিবিদ্ধ ছাত্র

প্রতিবেদন : ফের মালদহে শুটআউট। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রকে লক্ষ্য করে এলাকারই এক যুবক গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তড়িঘড়ি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে পাঠানো হয়েছে কলকাতায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক। মালদহের মোথাবাড়ির বাসিন্দা ওই তরুণ বাঙ্গিটোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। সোমবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। এরপরই রাস্তায় রাজ শেখ নামে এক যুবকের সঙ্গে বচসা বাধে। বচসার মধ্যেই আচমকাই ওই ছাত্রকে লক্ষ্য করে রাজ শেখ গুলি চালায় বলে অভিযোগ। গুলিটি লাগে ছাত্রের বুকে। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে সে। তবে পলাতক অভিযুক্ত রাজ শেখ। তার খোঁজে চলছে তল্লাশি।

জল সরবরাহে প্রশাসনের উদ্যোগ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : নকশালবাড়িতে জল সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ, কিলারাম পাম্প হাউস ঘুরে দেখলেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ

ঘোষ। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার উদ্যোগ নিল প্রশাসন। নকশালবাড়ি ব্লকের মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কিলারাম এলাকায় বন্ধ হয়ে থাকা পাম্প হাউস পরিদর্শন করলেন মহাকমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ। এদিন তিনি আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং আগামী দিনে স্থানীয় মানুষের স্বার্থে কিভাবে দ্রুত এই পাম্প হাউস কার্যকরী করা যায়, সে বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সভাধিপতি জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই পানীয় জলের সমস্যা মিটবে।

জীবিত চা-শ্রমিকদের মৃত দেখিয়ে পিএফ প্রতারণা! সরব তৃণমূল

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পিএফ বঞ্চনায় এবার আরও বড় অভিযোগ কেন্দ্রের অধীনস্থ চা-বাগানের বিরুদ্ধে। ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ব্লকের ধরণীপুর চা বাগানে ১৮৪ জন জীবিত শ্রমিককে মৃত দেখিয়ে প্রভিডেন্ড ফান্ড (পিএফ) এবং এমপ্লয়িজ ডিপোজিট লিংক ইন্সুরেন্স (ইডিএলআই) টাকার আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ চা শ্রমিকরা যেমন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন, তেমনই বিষয়টি নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার। এই প্রতারণার জন্য পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে শ্রমিকরা। এই অভিযোগকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে তৃণমূল সরকার। সূত্রে জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে শ্রম দফতর এবং পিএফ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা সঞ্জয় কুজুর বলেন, শ্রমিকদের পিএফ ও ইডিএলআই-এর টাকা নিয়ে কোনও প্রকার দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। সাধারণ এইচআর শ্রমিক পরিবারের পাশে রয়েছে তৃণমূল

■ অভিযোগ জানিয়েছেন চা-শ্রমিকেরা।

সরকার। চা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় বরাবরই পাশে থেকেছে তৃণমূল সরকার। রাজ্য সরকারের দাবি, শ্রমিকদের একটিও টাকা যেন অন্যায়ভাবে হাতছাড়া না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যোগীরাজ্যের শংসাপত্রে ভুয়ো ভোটার, ধরল রাজ্য

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বিজেপি শাসিত রাজ্য উত্তরপ্রদেশে দেদার চলছে ভুয়ো সংসাপত্র তৈরির কাজ। তার প্রমাণ মিলল এই বাংলায় একেবারে হাতেনাতে। এক বাংলাদেশি নাগরিককে পয়সার বিনিময়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর জন্ম শংসাপত্র প্রদান করেছে। আর বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের সেই ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র দিয়ে বাংলার ভোটার তালিকায় নাম তোলার চেষ্টা করল সেই বাংলাদেশি নাগরিক। কিন্তু প্রশাসনের তৎপরতায় ভেস্তে যায় সেই ছক। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বাসিন্দা অমল মণ্ডল প্রায় দেড় বছর আগে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরে আত্মীয় বাড়িতে আসে। তারপর থেকে এখানেই থাকতে শুরু করে। নিজেরা জটেশ্বর বাজার এলাকায় একটি ছাপরার ঘর বানিয়ে তাতে নিশ্চিন্তে বাসবাস করতে শুরু করে। কিন্তু কিছুদিন আগে যখন অমল মণ্ডল নিজের মামাকে বাবা বানিয়ে উত্তরপ্রদেশের আজমগড় থেকে আনা একটি ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র ও আধার কার্ড দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন করে, তখনই ব্লক প্রশাসনের নজরে আসে বিষয়টি। আমলের আসল পিতা জগবন্ধু মণ্ডল নিজে মুখে স্বীকার করেছেন তারা বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁদের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই নেই কোনও ভারতীয় নথিপত্র। কিন্তু জাল শংসাপত্র তৈরি করে তারা ভারতীয় নাগরিক হওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় জানিয়েছেন, পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে, প্রমাণ হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উন্নয়নে হল বৈঠক

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল আনন্দধারা প্রকল্পের

জেলাভিত্তিক রিভিউ মিটিং। জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে আগত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সভায় আনন্দধারা প্রকল্পের আওতায় চালু বিভিন্ন সরকারি স্কিম নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়।

বাগডোগরা-গ্যাংটক হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : হাল খারাপ ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের। এবার আকাশপথেই বাগডোগরা থেকে সিকিম যাওয়ায় ব্যবস্থা। মিলবে বাগডোগরা-গ্যাংটক হেলিকপ্টার পরিষেবা। প্রসঙ্গত বারবার পর্যটকদের পাহাড়ি রাস্তার ধসের কবলে পড়তে হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পর্যটকদের সিকিম কিংবা গ্যাংটক যেতে ট্যুর বাতিল করতে হয় এবার সেই সমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেতে চলেছে পর্যটকেরা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর

অবশেষে চালু হলো বাগডোগরা-গ্যাংটক হেলিকপ্টার পরিষেবা। এই রুটে ২০ সিটের এমআই-১৭২ হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে! পাশাপাশি একজন যাত্রীর জন্য একমুখী ভাড়া ধার্য করা হয়েছে ৪,৫০০ টাকা! প্রতিটি ফ্লাইটে সর্বোচ্চ ১০ কেজি ওজনের লাগেজ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি থাকবে। গ্যাংটক যেতে হলে যাত্রীদের টিকিট বুকিংয়ের জন্য সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত গ্যাংটকের টিকিট কাউন্টার, এসটিডিসির এমজি মার্গ অফিস অথবা বাগডোগরা বিমানবন্দরের হেলিপোর্ট বুকিং অফিসে যোগাযোগ করতে পারবেন যাত্রীরা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 August, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

সিউড়িতে শিবির তদারকিতে সন্ধ্যারানি প্রশাসনিক কার্যালয়ে বৈঠকে অনুব্রতরা

বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ, চন্দ্রনাথ সিংহ ও সন্ধ্যারানি টুডু।

সংবাদদাতা, সিউড়ি : পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু সিউড়ি বিধানসভার একাধিক 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'-এর একাধিক শিবির পরিদর্শন করলেন। এরপর বীরভূম জেলা প্রশাসনিক কার্যালয়ে জেলার একাধিক কর্তাব্যক্তিকে নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে ছিলেন রাজ্য গ্রামীন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, জেলাশাসক বিধান রায়, সভাধিপতি কাজল শেখ, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি, পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ প্রমুখ। বৈঠক শেষে সন্ধ্যারানি জানিয়েছেন, যেভাবে শিবিরগুলো চলছে, তা অত্যন্ত সন্তোষজনক। সাধারণ মানুষ তাঁদের সমস্যা নিয়ে শিবিরে আসছেন। শিবিরের আধিকারিকরা প্রত্যেকটি সমস্যা শুনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নথিবদ্ধ করছেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমে ১০২৩টি শিবির হবে। এখনও ৩৭১টি শিবির হয়েছে। যেসব সমস্যা আসছে, তার মধ্যে এক নম্বরে রাস্তা সংস্কার। খারাপ রাস্তা নিয়ে প্রায় ২ হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে। দু'নম্বরে পথবাতি, তিন নম্বরে পানীয় জল। এরপর কোথাও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সংস্কার, কোথাও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুবিধার কথা জানানো হয়েছে। এখনও ৭,৮০৭ টি প্রস্তাব জমা পড়েছে। সমস্ত প্রস্তাব খতিয়ে দেখে ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। পুজোর পর থেকে ডিপিআর অনুযায়ী কাজ শুরু হবে। কাজল জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে আমরা বহু শিবির পরিদর্শন করেছি। বৈঠক থেকে আমরা টিম বীরভূম শিবির সফল করার উদ্দেশ্যে শপথ নিয়েছি।

বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি পুরোদমে চালু শিবির

শিবির ঘুরে দেখছেন খুরশেদ আলি কাদরি। মঙ্গলবার।

সংবাদদাতা, ঘাটাল : বন্যা পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হতেই ঘাটালে শুরু হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে 'আমার পাড়া আমার সমাধান' ক্যাম্প। মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের ঘোষাই এলাকায় শিবিরের কাজকর্ম পরিদর্শনে গেলেন জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি, পুলিশ সুপার ঋদ্ধিমান সরকার প্রমুখ। এই ক্যাম্পগুলি থেকে স্থানীয় মানুষের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা শুনবেন আধিকারিকরা এবং দ্রুত সেগুলি সমাধানের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপর আধিকারিকদের বিশেষ টিম বৈঠক করেন ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক এবং পুরপ্রতিনিধিদের সঙ্গে। বন্যাপরবর্তী সময়ে এলাকাগুলিতে স্যানিটাইজেশন এবং ক্লিনিং-সহ একাধিক বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একই সঙ্গে জেলাশাসক জানান, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যদি ফের বন্যাপরিস্থিতি তৈরি হয়, তাতে কী কী পদক্ষেপ এখনই নিতে হবে, সে সম্বন্ধেও নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলিও দ্রুত মেরামতির কথা জানান জেলাশাসক।

ক্লাসঘরেই আত্মঘাতী শিক্ষক

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : স্কুলের মধ্যেই অঙ্কের শিক্ষকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। বাঁকুড়া সদর থানার কালপাথর বীণাপাণি হাই স্কুলের। পুলিশি স্কুলের দোতলার ১৮ নং ঘর থেকে শিক্ষক উজ্জ্বলকুমার দাসের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বলে মনে হলেও কী কারণে মৃত্যু তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। অন্যদিনের মতোই স্কুলে হাজির হন উজ্জ্বল। ক্লাসও করেন। তবে এদিন স্থানীয় পুজোর কারণে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম থাকায় টিফিনেই স্কুল ছুটি হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বেরিয়ে পড়েন অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। তবে কিছু কাজকর্মের জন্য উজ্জ্বল-সহ বেশ কয়েকজন ছিলেন স্কুলে। কাজ শেষে সকলেই বেরিয়ে যাওয়ার সময় উজ্জ্বলের মোটরবাইকটি দেখা গেলেও উজ্জ্বলের খোঁজ মেলে না। শেষে উপরের একটি ঘরে ঝুলন্ত দেখতে পাওয়া যায়। কী কারণে এই আত্মহত্যা তা জানা যায়নি। পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

মারধর ও লুঠের ঘটনায় গ্রেফতার ৫ বিজেপি কর্মী

সংবাদদাতা, খেজুরি : গত রবিবার সন্ধ্যায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি-১ ব্লকের জাহানাবাদ এলাকায় এক ব্যাপারিকে মারধর ও তাঁর কেনা ছাগল ও বাছুর লুঠের ঘটনায় পুলিশের জালে পাঁচ বিজেপি কর্মী। জানা গিয়েছে, তারা হল সুজয় জানা, মানব বেরা, গোরাচাঁদ প্রধান, বামুন মণ্ডল ও গুরুদেব দাস। তাদের মঙ্গলবার কাঁথি আদালতে তোলা হয়। এরা সকলেই খেজুরির কট্টর বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। নন্দীগ্রাম থানার কৃষ্ণনগর গ্রামের শেখ সাকির আলি একটি টোটোয় করে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় কুড়িটি ছাগল এবং দুটি বাছুর কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় জাহানাবাদ এলাকায় অভিযুক্তেরা তাঁকে ঘিরে ধরে ষাঁড়চুরির অপবাদে গাছে বেঁধে মারধর করে। সেই সঙ্গে কুড়ি হাজার টাকা ও সমস্ত পশু লুঠ করে পালায়। পরে সাকির ২২ জনের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা বলেন, বিজেপি হল লুঠেরার দল। যা আবার প্রমাণ হয়ে গেল।

উৎসবে জাল নোট ছড়ানোর পরিকল্পনা ভেস্তে গেল, ধৃত ২

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : দুর্গাপুজো এবং দীপাবলির উৎসবের মরশুমে দেশ জুড়ে জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার আগে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ এবং জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিটের সহযোগিতায় সোমবার রাতে ফরাক্কা থানার পুলিশ দুই যুবককে গ্রেফতার করল। উদ্ধার হয়েছে ৯৫টি জাল ৫০০ টাকার নোট। ধৃত খালিফ শেখ (৩১), বাড়ি ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলায়। অন্যজন মহম্মদ জাফর (৩৪), বাড়ি কর্নাটকের বেঙ্গালুরু শহরে সেন্ট থমাস টাউনে। ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে মঙ্গলবার তাদের আদালতে পেশ করা হয়। এসডিপিও (ফরাক্কা) শেখ শামসুদ্দিন বলেন, কলকাতা পুলিশের এসটিএফ এবং জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিট সোমবার রাত প্রায় ন'টা নাগাদ ফরাক্কা থানার পুলিশ মালদার দিক থেকে আসা একটি অটো, নিউ ফারাক্কা মোড়ের কাছে আটক করে। সেই অটোতে খালিফ শেখ এবং মহম্মদ জাফর ছিল। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে জাল ৫০০ টাকার ৯৫টি নোট। তিনি জানান, প্রাথমিক তদন্ত আমরা জানতে পেরেছি ধৃত যুবকরা মালদা জেলার কালিয়াচক থেকে এই জাল নোট নিয়ে আসছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কর্নাটক-সহ আরও কয়েকটি রাজ্যে এই জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার।

শাস্তির প্রতিবাদে শিক্ষককে পিস্তল নিয়ে তাড়া

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ক্লাসে বদমায়েশি করায় শিক্ষক শাসন করতে চড় মেরেছিলেন ছাত্রকে। আর তাতেই বাড়ি ফিরে গিয়ে পিস্তল জোগাড় করে স্কুলে ফিরে শিক্ষককে তাড়া করল শাস্তি-পাওয়া ছাত্র। কোনওক্রমে রক্ষা পেলেন শিক্ষক। পিস্তল উঁচিয়ে স্কুলচত্বরে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াল সে। সোমবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার চোরেশ্বর হাইস্কুলের ঘটনা। অভিযুক্ত ওই ছাত্র দশম শ্রেণির নীলাঞ্জন দোলই। বিদ্যালয়ে এর আগেও নানা অসামাজিক কাজের সঙ্গে তার নাম জড়িয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, ছাত্রীদের প্রতি কটূক্তি, আপত্তিজনক মন্তব্য, এমনকী বিদ্যালয়ের সিসিটিভি ভাঙারও। এদিন দুপুরে ইতিহাসের ক্লাস চলাকালীন বারবার সহপাঠীদের বিরক্ত করছিল নীলাঞ্জন। শিক্ষক পরিমল আট্টে নিষেধ করলেও সে থামেনি। শেষমেশ শিক্ষক শাসন করতে তাকে একটি চড় মারেন। এতে উত্তেজিত হয়ে সে প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে প্রধান শিক্ষক অভিযোগে গুরুত্ব দেননি। এরপরই নীলাঞ্জন হুমকি দেয়, বাবাকে ডেকে এনে শিক্ষককে 'শায়েস্তা' করবে। টিফিনের সময় সে ব্যাগ নিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি গুলিভর্তি ৯ মিমি পিস্তল, ছুরি ও পাঞ্চ জাতীয় অস্ত্র নিয়ে স্কুল ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। শিক্ষক পরিমলবাবুকে দেখে সে সরাসরি পিস্তল উঁচিয়ে তাড়া করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, রীতিমতো সিনেমার ভিলেনের মতো আচরণ করছিল সে। সহপাঠীরা বাধা দিলে উত্তেজিত নীলাঞ্জন শিক্ষকের ভাড়াবাড়ির দিকে রওনা দেয়। বিদ্যালয় থেকে মাত্র দেড় মিনিট দূরে ভাড়া থাকেন পরিমলবাবু। দোতলায় থাকেন তাঁর স্ত্রী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া কন্যা। অভিযুক্ত ছাত্র বাড়িতে চড়াও হয়ে দোতলায় ওঠার চেষ্টা করে। তবে তার আগেই এলাকার সিভিক ভলান্টিয়ার ও থানার ওসি তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হন। পরে শিক্ষক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে, বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ ওই ছাত্রকে আটক করে। তাকে ঝাড়গ্রামে মঙ্গলবার দুপুরে জুভেনাইল কোর্টে পেশ করে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ।

শংসাপত্রের আপলোড

প্রতিবেদন : জয়েন্ট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁরা তফসিলি, আদিবাসী ও ওবিসি সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়েন, তাঁরা পোর্টালে তাঁদের জাতির শংসাপত্র আপলোড করতে পারবেন। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৮ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত জয়েন্টের ওয়েবসাইটে গিয়ে শংসাপত্র আপলোড করা যাবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

20 August, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২০ অগাস্ট ২০২৫
বুধবার

গোপন সূত্রের খবরে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ ৩৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল। জেলা পুলিশের ডিএসপি ট্রাফিক কুণাল মুখোপাধ্যায় জানান, লাভপুর-কাটোয়া রাস্তায় একটি গাড়ি থেকে এই গাঁজা উদ্ধার হয়। গাড়িচালক মন্টু পাল ধৃত

এবার জেলাতেও ৩৩ লক্ষ টাকায় হল অত্যাধুনিক বায়ো-টয়লেট গাড়ির সূচনা

সংবাদদাতা, তমলুক : মেগাসিটিগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এবার জেলাতেও চালু হল অত্যাধুনিকমানের বায়ো-টয়লেট। প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই বায়ো-টয়লেট তুলে দেওয়া হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের হাতে। মূলত পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এই বায়ো-টয়লেট। সম্প্রতি হলদিয়া ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোনাস প্রাইভেট লিমিটেডের তরফে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি(সিএসআর) ফান্ড থেকে এই বায়ো-টয়লেট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই বায়ো-টয়লেটের ডাইজেস্টার ট্যাঙ্কে থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। পরিবেশের ওপর কোনওরকম কুপ্রভাব না ফেলে অ্যানায়োরবিক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে কঠিন বর্জ্যকে জল এবং গ্যাসে পরিণত করতে সক্ষম হবে। এতদিন মূলত কলকাতা ও শহরতলিতে এই ধরনের বায়ো-টয়লেট দেখা যেত। জনবহুল বিভিন্ন কর্মসূচিতে যার ব্যবহার লক্ষ্য করা গিয়েছে। এবার জেলাতেও চালু হল এই অত্যাধুনিক মানের

■ জেলা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হল বায়ো-টয়লেট।

বায়ো-টয়লেট। মহিলা পুলিশদের ক্ষেত্রেও ব্যাপক ভূমিকা নেবে এই বিশেষ ব্যবস্থা। পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য বলেন, এটি একটি অত্যাধুনিক মানের বায়ো-টয়লেট। একটি পরিবেশদূষণ থেকে রক্ষা করবে। এবার থেকে এই বায়ো-টয়লেট বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যাবে। মূলত মহিলা

পূর্ব মেদিনীপুর

এবং বয়স্কদের জন্য এই বায়ো-টয়লেট বিশেষ ভূমিকা নেবে। এই বায়ো-টয়লেটের মধ্যে মোট ৪টি কেবিন রয়েছে। সেগুলি মূলত মহিলা এবং বয়স্করা ব্যবহার করতে পারবেন। এবার থেকে জেলার বিভিন্ন মেলা কিংবা জনবহুল কর্মসূচিতে পৌঁছে যাবে এই বায়ো-টয়লেট। ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোনাসের এই বায়ো-টয়লেট মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) নিখিল আগরওয়াল, ইন্ডিয়ান ওয়েল পেট্রোনাস প্রাইভেট লিমিটেডের সিইও পঙ্কজ কুমার-সহ অন্যরা। পঙ্কজ কুমার বলেন, আমরা সিএসআর ফান্ডের মাধ্যমে স্যানিটেশন, এডুকেশন-সহ বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করে থাকি। তারই অন্যতম এই বায়ো-টয়লেট জেলা পুলিশের হাতে তুলে দিলাম।

অস্ত্র-সহ ধৃত ২ দুষ্কৃতী বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ নেতা খুনের ছক, স্বীকারোক্তি

সংবাদদাতা, সিউড়ি : সিউড়ির লাঙুলিয়া গ্রামের কাছে অস্ত্র-সহ দুই যুবক ঘোরাঘুরি করছে খবর পেয়েই মঙ্গলবার ভোররাতে সিউড়ি থানার আইসি সঞ্চয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বাহিনী নিয়ে হানা দিয়ে হেমন্ত সাহা ও স্বর্ণেন্দু মণ্ডলকে আটক করে থানায় নিয়ে আসেন। তাদের কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার এবং দুটি কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। থানায় পুলিশের কড়া জিজ্ঞাসাবাদে হেমন্ত সাহা জানায়, তারা সিউড়ির বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতাকে খুনের উদ্দেশ্যে এসেছিল। এই কথায় চমকে ওঠেন পুলিশ কর্তা। যদিও পুলিশ সূত্রে ওই তৃণমূল নেতার নাম জানানো হয়নি। পুলিশের দাবি, সুরক্ষার স্বার্থেই তাঁর নাম গোপন রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার দুজনকে সিউড়ি আদালতে তুললে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ বলেন, অস্ত্র-সহ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা হবে এই পরিকল্পনার পিছনে কে বা কারা রয়েছে। সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি বলেন, যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে কাউকে খুন করতে চায় তাহলে পুলিশই যথাযথ ব্যবস্থা নেবে রাজনৈতিক রঙ না দেখে।

ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যসচিব

প্রতিবেদন : গ্রাহক হয়রানি যাতে না হয় তার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যসচিব বৈঠক করেন স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির সঙ্গে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, অনেক গ্রাহক ব্যাঙ্কে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিতে গেলে তাদের ব্যাঙ্কের আর্থিক স্কিমের কথা বলা হচ্ছে। এর ফলে বেশ কিছু গ্রাহককে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না হয়, তা ব্যাঙ্কগুলিকে দেখতে বলা হয়েছে।

ডাকাতি তদন্তে সাফল্য ধৃত ৩, উদ্ধার টাকা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : ব্যবসায়ীর গাড়ি থামিয়ে লক্ষাধিক টাকা ডাকাতি করে চম্পট দিয়েছিল দুষ্কৃতীর দল। তদন্তে নেমে দলের ৩ মাথাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় খোয়া যাওয়া টাকার একাংশ। প্রসঙ্গত, ১১ অগাস্ট রাতে জগন্নাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিগুমার জঙ্গলের কাছাকাছি কোতুলপুরের ব্যবসায়ী বিমান মণ্ডলের গাড়ি আটকে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ছিনতাই করে দুষ্কৃতীরা। তদন্তে নেমে বিভিন্ন সূত্র ও প্রযুক্তিগত সূত্রের ভিত্তিতে ব্যবসায়ীর সহযোগী শালতোড়ার বাসিন্দা সামিম রহমান মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার ছোট আঙারিয়া থেকে নুর নবি খান ও মুজিবর মোল্লাকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের থেকে ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। পুলিশ জানায়, আরও ৩ জনের তল্লাশি চলছে।

লটিয়াবনিতে পাড়া শিবিরে জেলাশাসক, মন্ত্রী ও বিধায়ক

■ শিবিরে বক্তব্য পেশ অরূপ রায়ের। সঙ্গে ডিএম, বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : গঙ্গাজলঘাটি ব্লক ২-এর অন্তর্গত দুর্লভপুরের লটিয়াবনি অঞ্চল উচ্চ বিদ্যালয়ে হল 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। ২৫৯, ২৬০ ও ২৬২ নম্বর বুথ নিয়ে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক সিয়াদ এন, জেলা সভাধিপতি অনসূয়া রায়, বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, এলাকার প্রধান এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মন্ত্রী অরূপ রায় এদিনের কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের নানা সমস্যা ও অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। জেলাশাসক সিয়াদ এনও এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেন। স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন, সরকারের এই উদ্যোগে প্রশাসন আরও কার্যকরভাবে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।

সেনার বাড়ি চুরি

সংবাদদাতা, হলদিয়া : বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে রাতের অন্ধকারে হলদিয়ার ভবানীপুর থানার বড়বাড়ি গ্রামে সেনা জওয়ান কৃষ্ণ মাইতির বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে ওই জওয়ান কর্মসূত্রে কাশ্মীরে রয়েছেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান হলদিয়া টাউনশিপের একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। তাঁর মা বড়বাড়ি গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। রবিবার বিকেলে বউমার সঙ্গে দেখা করতে তাঁদের ফ্ল্যাটে যান। সেই সুযোগে চুরি হয়ে যায় বেশ কয়েক ভরি সোনার গয়না, পিতলের বাসন, নগদ ১০ হাজার টাকা, একটি ইনভার্টার-সহ বেশ কিছু সামগ্রী। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। পরে ভবানীপুর থানার পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জওয়ানের কাকা তপন মাইতি বলেন, আগের দিন বউদি তাঁর বউমার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। তখনই বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা তালা ভেঙে গয়না, নগদ চুরি করে পালায়।

অভাবী কিডনি রোগীকে বাঁচাতে উদ্যোগী বিধায়ক

সংবাদদাতা, আসানসোল : পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার জেমুয়া গ্রামের বাসিন্দা অনুপ দাস প্রায় দশ বছর ধরে কিডনিজনিত সমস্যায় ডায়ালিসিস চালিয়ে যাচ্ছেন। বাড়িতে রোজগেরে বলতে কেউ নেই। আর্থিক অনটনে দিন চলতে থাকায়

■ অনুপের পাশে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

ধীরে ধীরে অবসাদ গ্রাস করে তাঁকে। গলায় দড়ি নিয়ে আত্মহত্যা করতে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী ও মা দেখে ফেলায় এই যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান। গ্রামবাসীরা খবর পেয়েই তৎক্ষণাৎ তা স্থানীয় বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে জানান। বিধায়ক তাঁদের বাড়ি ছুটে আসেন এবং ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করেন। দায়িত্ব নেন তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহনের। অনুপের স্ত্রী নিবেদিতা দাস বলেন, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। আমার স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনলেন আমাদের নরেনদা। আমাদের কাছে তিনি ভগবান। বিধায়ক বলেন, এ তো আমার কর্তব্য।

আমাদের পাড়া : দু'দিনেই স্পেশাল চাইল্ড পড়ুয়া পেল পড়ার টাকা

মৌসুমী হাইত ● পশ্চিম মেদিনীপুর

ডেবরা ব্লকের ৭ নং মলিঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জোতহাড়ো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির বসেছিল গত সোমবার। সেদিনের ক্যাম্পে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি উপস্থিত ছিলেন। শিবিরের পাশাপাশি স্কুলের পঠনপাঠন চলছিল। পরিদর্শনের সময় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া পিউ দে-কে চোখে পড়ে জেলাশাসকের। মেয়েটি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন এবং তার বাঁ হাতের আঙুলগুলো অসাড়। তার অভিভাবক জেলাশাসকের কাছে ভবিষ্যতে মেয়ের পড়াশোনার খরচ ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে

■ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পিউয়ের সঙ্গে জেলাশাসক।

ওঠার জন্য সরকারি সহযোগিতার অনুরোধ জানান। জেলাশাসক বিডিওকে বিষয়টি দেখতে এবং বাৎসল্য প্রকল্পে নাম অন্তর্ভুক্তির কথা বলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার ও পিতা-মাতার আধার কার্ড, বইয়ের জেরক্স, মেয়েটির ফটো, আয়ের শংসাপত্র জোগাড় করা হয়। সেগুলি জেলাশাসককে মেল করে পাঠানো হয়। দু'দিন পরেই ওই পড়ুয়ার পিতার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সাহায্য ঢোকে। সেইমতো অর্ডারও পাস হয়েছে। ১৮ বছর পর্যন্ত প্রতি মাসে চার হাজার টাকা করে পাবে পিউয়ের পরিবার। এই টাকা তার পড়াশোনায় খরচ হবে। মেয়ের পড়ার টাকা দ্রুত পেয়ে খুশি পিউয়ের পিতা শংকর দে বলেন, জেলাশাসক, বিডিওর তৎপরতায় আমাদের জীবনে নতুন সূর্যোদয় হল।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 August, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

সাংসদ কীর্তির উদ্যোগে বর্ধমান কাটোয়া রুটে দুই লোকাল ট্রেন

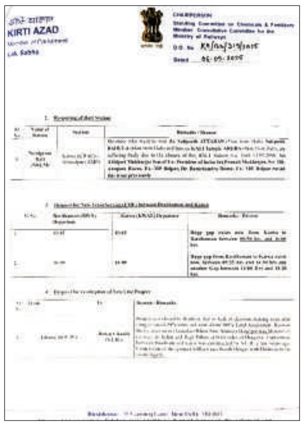
কীর্তি আজাদ
KIRTI AZAD
Member of Parliament
Lok Sabha

CHAIRPERSON
Standing Committee on Chemicals & Fertilizers
Member Consultative Committee for the Ministry of Railways

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান–কাটোয়া রেলযাত্রীদের জন্য সুখবর দিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ। ২২ অগাস্ট থেকে বর্ধমান-কাটোয়া রুটে আরও দুটি লোকাল ট্রেন (ইমু) চালু হতে চলেছে। ফলে যাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে। এই রুটে ছয় জোড়া ইমু চলাচল করছিল। যাত্রীদের দাবি ছিল দুপুর এবং বিকেলের দিকে আরও একটি করে ট্রেন। বিষয়টি নিয়ে সরব হন কীর্তি। মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছেন, তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে রেলমন্ত্রক আরও দুটি ট্রেন চালুর কথা ঘোষণা করেছে। ২২ অগাস্ট থেকে নতুন দুটি ট্রেন চলাচল করবে। কাটোয়া থেকে এই ট্রেন ছাড়বে দুপুর ১টা ৫০-এ, বর্ধমান পৌঁছবে ৩টে ১০-এ। আবার বর্ধমান থেকে কাটোয়া লোকাল ছাড়বে বিকেল ৪টেয় এবং ৫টা ২০তে কাটোয়ায় পৌঁছবে। কীর্তি জানিয়েছেন, এই দুটি লোকাল চালু হওয়ায় বর্ধমান থেকে কাটোয়াগামী ট্রেনে যে ভিড়ের সমস্যা ছিল, তা অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি কাটোয়া-আমোদপুর রুটের নিরোলগ্রামে ট্রেনের স্টপেজ এবং বর্ধমান-দুর্গাপুর রুটের খানা জংশন হল্ট স্টেশনের কাজ ২০ শতাংশ হওয়ার পর তা বন্ধ থাকায় কাজ সম্পূর্ণ করার দাবিও জানানো হয়েছে রেলমন্ত্রককে। বোঁয়াইচণ্ডী খানা জংশন নতুন যে রুটের সূচনা তৎকালীন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন, তার জন্য ১০০ শতাংশ জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। দামোদর নদের ওপর পিলারও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তারপর অজ্ঞাত কারণে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

কোর্টে ফের ধাক্কা খেল বিজেপি

প্রতিবেদন : বিচারবিভাগ এবং প্রশাসনের দ্বন্দ্বে বড়সড় ধাক্কা খেল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতিকে বিল পাস করানো নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই। তামিলনাড়ুর সরকার বনাম রাজ্যপাল দ্বন্দ্বে ১২ এপ্রিলের রায় নতুন করে খতিয়ে দেখা হবে না বলেই মত প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালতের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ। মৌখিক পর্যবেক্ষণে বেঞ্চ বলেছে, রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের কাছে মতামত জানতে চাইতেই পারেন। সংবিধানের ১৪৩ নম্বর ধারা নিয়ে তারা আইনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। কিন্তু, আগের রায় পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা তারা প্রয়োগ করছে না। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে। সেই রায়ে এ দিন বেঞ্চ স্পষ্ট করেছে, তামিলনাড়ুতে বিল পাস করানো নিয়ে 'বিরূপ পরিস্থিতি' তৈরি হয়েছে। সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার জন্য আদালত বাধ্য হয়েছে হস্তক্ষেপ করতে। শীর্ষ আদালতের প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স বেঞ্চ এ নিয়ে মতামত দিতে পারে শুধু। ওই রায় খারিজ করবে না। ১৪৩ নম্বর ধারায় জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ আইনি বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্পের প্রচার

(প্রথম পাতার পর)

তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনে তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্পে স্থানীয় সাংসদ-বিধায়কদের থাকতে হবে। তাঁর নির্দেশ, সব সরকারি প্রকল্পের সুবিধা মানুষ পাচ্ছেন কি না তা নিশ্চিত করতে হবে। বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ও বাঙালিদের উপর যে অত্যাচার চলছে, তার বিরুদ্ধে প্রচার, সভা ও মানুষের দুয়ারে গিয়ে বোঝাতে হবে। বুথে-বুথে ছোট ছোট সভা করতে হবে। এছাড়া দুই সাংগঠনিক জেলার টাউন ও ব্লক সভাপতি পরিবর্তন-পরিমার্জন নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়। সকলে মিলে কাজ করে দলকে শক্তিশালী করতে হবে। বার্তা শীর্ষ নেতৃত্বের। তমলুকের নেতৃত্বকে অভিষেক জানিয়েছেন, নন্দীগ্রাম নিয়ে আলাদা বৈঠক করবেন। বিজেপি অধ্যুষিত এলাকাগুলি নিয়ে আরও বাড়তি জোর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। উল্লেখ্য, তমলুক সংগঠনিক জেলা তৃণমূলের মধ্যে রয়েছে মোট আটটি বিধানসভা। এই আটটি বিধানসভার মধ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল পেয়েছিল পাঁচটি আসন। বাকি তিনটি আসন পায় বিজেপি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যাতে সবক'টি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে শূন্য করা যায় সে-ব্যাপারে বাড়তি জোর দিয়েছেন অভিষেক। জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মূলত আমাদের বুথে বুথে আরও জোট বাঁধার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। এছাড়াও পাড়ায় সমাধান থেকে আমাদের রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজ মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল যে যে বুথগুলিতে পিছিয়েছিল সেগুলিতে অতিরিক্ত সময় দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায় বলেন, নন্দীগ্রাম নিয়ে আলাদাভাবে বসা হবে। নন্দীগ্রামের বিষয়ে আজ তেমন কোনও আলোচনা হয়নি। ব্লক ধরে ধরে আলোচনা হয়েছে।

■ বৈঠক শেষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায় ও তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, আমরা অনেকেই ৩০-৩৫ বছর ধরে দল করছি। আমরা আমাদের বক্তব্য বৈঠকে জানিয়েছি। দলের উপরই সবটা ছেড়ে দিয়েছি। সাংগঠনিক বিষয়ে দল যা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা সেটাই মেনে নেব। মঙ্গলবার এই বৈঠকে বারাসাত সাংগঠনিক জেলার তরফে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা জেলা সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, খাদ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক রথীন ঘোষ, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, নারায়ণ গোস্বামী, রহিমা মণ্ডল, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, তাপস চট্টোপাধ্যায়, আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত, যুব তৃণমূলের সভাপতি লিপ্সন মল্লিক, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিনু দাস চক্রবর্তী। তমলুক সংগঠনিক জেলার বৈঠকে ছিলেন, জেলা সভাপতি সুজিত রায়, চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরি, সৌমেন মহাপাত্র, তিলক চক্রবর্তী, সুকুমার দে, তাপসী মণ্ডল, জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি প্রসেনজিৎ দে, মহিলা তৃণমূলের সভাপতি শিবানী দে কুণ্ডু এবং পাঁশকুড়ার তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান।

কৃতী পড়ুয়াকে বৃত্তি

■ প্রয়াত আলোকচিত্রী রনি রায় ও তাঁর অকালপ্রয়াত স্ত্রী পিঙ্কি রায়ের নামে এক বৃত্তি চালু হয়েছে। প্রতি বছর কৃতী পড়ুয়াদের তা দেওয়া হয়। এবারের সেই স্কলারশিপ প্রদান করল বৃন্দাবন মাতৃমন্দির। প্রাপক অর্পণ রায়। ছিলেন বহু বিশিষ্ট মানুষজন।

শহিদ স্মরণ

■ 'এই পতাকায় আমরা স্বাধীন' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে ভারতমাতাকে স্মরণ করল কুশাঙ্কর। পরিবেশিত হল দেশাত্মবোধক কবিতা, গান। শহিদবেদিতে দেওয়া হল পুষ্পার্ঘ্য। মূল উদ্যোক্তা মৃণালকান্তি দাসের ভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠে শঙ্কর আচার্যের সঞ্চালনায়।

কেন্দ্র টাকা না আটকালে উন্নয়নের বন্যা বইত : রব্বানি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান ২ নং ব্লকের বৈকুণ্ঠপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মঙ্গলবার আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখে গেলেন রাজ্যের অপ্রচলিত এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস দফতরের মন্ত্রী মহম্মদ গোলাম রব্বানি। তিনি এদিন জানান, স্কিমগুলো ভালমতো হচ্ছে কি না সেটাই দেখতে আসা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করে দিয়েছেন সরকার মানুষের জন্য। কেন্দ্র বিভিন্ন খাতে রাজ্যের পাওনা টাকা আটকে রেখেছে। নতুন স্কিম 'শ্রমশ্রী' চালু করা হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য। বাংলা বললেই বাংলাদেশি বলে দেওয়া হচ্ছে। দিল্লিতেও এটা হচ্ছে, আমি ভাবতেই পারছি না। এখন আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান চলছে। এখানেও আপনারা আপনাদের বিষয়টা বুঝে নিচ্ছেন, জনপ্রতিনিধিরা হস্তক্ষেপ করবে না। অনেক কিছুই জনপ্রতিনিধিদের নজর এড়িয়ে যায়, সেইসব বিষয়গুলি আপনারা সামনে নিয়ে এসে কাজ করিয়ে নেবেন। তিনি এদিন বলেন, সাধারণ মানুষের প্রচুর পরিমাণে টাকা কেন্দ্র আটকে না রাখলে রাজ্যে উন্নয়নের বন্যা বয়ে যেত। এদিন জেলাশাসক আয়েষা রানি এ এই শিবিরে এসে এলাকার মানুষের কাছে আবেদন করেন, শুধু ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে কাজ করতে হবে বলে প্রয়োজনীয় কাজের সীমাবদ্ধ না রেখে পাড়ায় যা যা সমস্যা আছে সবকিছু এখানে বলবেন। তারপর প্রশাসনের প্রতিনিধিরা সেগুলো পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করবেন। তিনি জানান, এই প্রকল্পে যে কাজ হবে তা ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অন্যান্য স্কিমে যাতে বাকি কাজগুলো করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সুবিধা হবে।

বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা ক্লাব, দোকান ভেঙে দিল পুরসভা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : একবার গড়ে ফেললে আর ভাঙা পড়বে না, এমন একটা বিশ্বাস বেআইনি নির্মাণকারীদের মধ্যে আছে। সেই বিশ্বাসে চরম আঘাত হানল বর্ধমান পুরসভা। শহরের পারবিরহাটা এলাকায় অবৈধভাবে নির্মিত একটি ক্লাবঘর এবং বিরিয়ানির দোকান মঙ্গলবার জেসিবি দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল তারা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন বর্ধমান পুরসভার ল অফিসার তন্ময় তা জানিয়েছেন, নেতাজি সংঘ ক্লাব একটি ব্যবসায়িক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে একটি বেআইনি নির্মাণ করে। এখানে একটা বিবেকানন্দের মূর্তি ছিল, সেটি সরিয়ে দিয়েছে। বারবার কাজ বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়েছে, ওরা শোনেনি। হাইকোর্টে গিয়ে স্থগিতাদেশ নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। বারবার ভেঙে দিতে বলা হলেও কান দেয়নি। শেষমেশ পুর বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আজ ভেঙে দেওয়া হবে। এই জায়গার কোনও কাগজপত্র নেই। ছোট ক্লাব করে চলছিল, কিছু বলা হয়নি। কিন্তু সেটাই যখন বড় আকারে ব্যবসায়িক কাজে নির্মাণ করা হয়েছে তখন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল, সরকারি জায়গায় ব্যবসায়ীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেআইনি নির্মাণ করা হচ্ছে। বারবার পুরসভার পক্ষে কাজ বন্ধের নোটিশ, শোকজ করা হয়েছে। থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। ওরা কোনও নির্দেশই মানেনি। হাইকোর্টেও গিয়েছিল। লাভ হয়নি। এব্যাপারে ক্লাব কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

প্রবল দুর্যোগে মুম্বইয়ের মাইসোর কলোনি স্টেশনে সোমবার সন্ধ্যায় আটকে গেল মনোরেল। উদ্ধার করা হল প্রায় ২০০ যাত্রীকে। মহারাষ্ট্রে তুমুল বৃষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা

দফায় দফায় মুলতুবি সংসদ

বাংলাকে অসম্মান আর ভোটচুরি নিয়ে লাগাতার প্রতিবাদে সোচ্চার তৃণমূল

প্রতিবেদন : বাংলা ভাষার অসম্মান, গেরুয়া রাজ্যে বাঙালি-নির্যাতন এবং ভোটচুরির প্রতিবাদে মঙ্গলবারও সংসদের ভেতরে ও বাইরে ঝড় তুলল তৃণমূল। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও এই ইস্যুতে সংসদের মকরদ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। তাঁদের হাতে ছিল পোস্টার—বাংলার অপমান মানছি না, মানব না। এই বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, লোকসভার ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়, মহুয়া মৈত্র, রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতাবালা ঠাকুর, দোলা সেন প্রমুখ। 'রবীন্দ্রনাথের অপমান মানছি না, মানব না' স্লোগান দেন তাঁরা। একইসঙ্গে 'বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল' গান গেয়ে প্রতিবাদ জানান তৃণমূল সাংসদরা।

এর পাশাপাশি অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার সংসদের দুই কক্ষ উত্তাল হয় এসআইআর ইস্যুতে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল-সহ বিরোধী জোটের সাংসদরা। বিরোধী বিক্ষোভে নাকাল সরকারপক্ষ। লোকসভা ও রাজ্যসভা, দুটি কক্ষেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী সাংসদরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। বিরোধী বিক্ষোভের জেরে দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের অধিবেশন। সরকার পক্ষ বিরোধীদের দাবি মেনে সংসদে এসআইআর নিয়ে আলোচনা না করার প্রতিবাদে সংসদের মকরদ্বারের সামনে এদিনও বিক্ষোভ দেখান বিরোধী সাংসদরা। তাঁদের হাতে ছিল ভোট চুরির প্রতিবাদ জানিয়ে তিন নির্বাচন কমিশনারের ছবি-সহ পোস্টার।

স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শ ও মূল্যবোধের সুস্পষ্ট প্রতিফলন

সংবিধান-গণতন্ত্রের উপরে আক্রমণ রুখতেই বিরোধী জোটের প্রার্থী রেড্ডি

প্রতিবেদন: দেশের প্রগতিশীল বিচারপতিদের মধ্যে তিনি অগ্রণী ভূমিকায়। তাঁর সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিঃসন্দেহে এক দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শ এবং মূল্যবোধের সুস্পষ্ট প্রতিফলন তাঁর মধ্যে। সংবিধান এবং গণতন্ত্রের উপরে আক্রমণ রুখতেই উপরাষ্ট্রপতি পদে সর্বসম্মত প্রার্থী হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডিকে বেছে নিল বিরোধী জোট।

প্রার্থী হিসেবে বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির নাম ঘোষণা করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে জানান, সব বিরোধী দল এই বিষয়ে একমত। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আজ হুমকির মুখে। খাড়্গের কথায়, বিরোধী জোটের সব দল একজন সাধারণ প্রার্থী মনোনয়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে নেওয়া হয়েছে। আমি আনন্দিত যেসব বিরোধী দল একটি নামের বিষয়ে একমত হয়েছে। এটি গণতন্ত্রের জন্য একটি বড় অর্জন।

বি সুদর্শন রেড্ডি ১৯৪৬ সালের ৮ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বর

বিরোধী জোটের সাংবাদিক সম্মেলনে ডেরেক ও'ব্রায়েন, মল্লিকার্জুন খাড়গে, শরদ পাওয়ার ও কানিমোঝি।

অন্ধ্রপ্রদেশ বার কাউন্সিলের একজন আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্ত হন। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে তাঁর আইনি পেশা শুরু করেন, যেখানে তিনি প্রধানত রিট এবং দেওয়ানি মামলার উপর মনোযোগ দেন। তিনি ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত হাইকোর্টের সরকারি আইনজীবী হিসেবে কাজ করেন এবং ১৯৯০ সালে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত স্থায়ী কাউন্সেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি উপদেষ্টা এবং স্থায়ী কাউন্সেলের ভূমিকাও পালন করেন। রেড্ডি ১৯৯৫ সালের ২ মে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের একজন স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে তিনি গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। ২০০৭ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি ভারতের সুপ্রিম কোর্টে উন্নীত হন এবং ২০১১ সালের ৮ জুলাই তাঁর অবসর গ্রহণের আগে পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেন।

এক সাক্ষাৎকারে রেড্ডি বলেন, আমি এনডিএ-সহ সব দলের কাছে আমাকে সমর্থন করার জন্য আবেদন করছি। তিনি আত্মবিশ্বাসী, বিরোধী জোটের প্রার্থী হিসেবে তিনি ভারতের ৬০% মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিরোধী দলগুলো বিচারপতি রেড্ডিকে বেছে নিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের এনডিএ সহযোগী চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি এবং পবন কল্যাণের জনসেনা-র উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য। অন্যান্য তেলুগু দল, যেমন বিআরএস এবং ওয়াইএসআরসিপি, যারা ইতিমধ্যেই এনডিএ-র প্রার্থীর প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছে, তারাও

তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পারে। আসলে এনডিএ তামিলনাড়ুর রাধাকৃষ্ণণকে প্রার্থী করার প্রতিক্রিয়ায় বিরোধীদের এই সিদ্ধান্ত। যার লক্ষ্য দ্রাবিড় দলগুলোকে চাপে ফেলা। বিচারপতি রেড্ডিকে প্রার্থী করে বিরোধী জোটের ঐক্যের সব শর্ত পূরণ করা হয়েছে, ডিএমকে দক্ষিণ ভারতের কাউকে চেয়েছিল, আর তৃণমূল কংগ্রেস একজন অরাজনৈতিক প্রার্থীর পক্ষে ছিল।

নেতাজিকে অপমান, নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে সিপিএমকে

প্রতিবেদন : মহান দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে অপমান করেছে বাংলাবিরোধী, বাঙালিবিরোধী সিপিএম। প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে তাদের। মঙ্গলবার এই দাবি তুলেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম শাসিত কেরলে সরকারি পাঠ্যপুস্তকে নজরে এসেছে এক মারাত্মক ভুল। লেখা হয়েছে ব্রিটিশদের ভয়ে জার্মানিতে পালিয়েছিলেন নেতাজি। এই ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ঋতব্রত। লক্ষণীয়, কেরলের সরকারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য শিক্ষকদের দেওয়া রাজ্য সরকারের হ্যান্ডবুকেই ধরা পড়েছে এই অমার্জনীয় ত্রুটি। ঋতব্রতর কথায়, বাংলা ও বাঙালিবিরোধী সিপিএমকে ধিক্কার। নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে সিপিএমকে। এদিকে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে অশুভ আঁতাতের বিরুদ্ধেও এদিন সুর চড়িয়েছেন ঋতব্রত। সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ভোটচুরি নিয়ে আসলে কমিশনের কোনও জবাব নেই। মোদি-শাহ যা চাইছেন, সেটাই করছে নির্বাচন কমিশন। এটা চলতে পারে না। আমরা প্রতিবাদ করছি করব।

বাড়তি ক্ষমতা নয় কমিশনকে

প্রতিবেদন: এক দেশ এক নির্বাচন—মোদি সরকারের অবাস্তব, অগণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী ভাবনার আগেই তীব্র বিরোধিতা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার এক দেশ এক নির্বাচন সংক্রান্ত দুটি বিলের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। মঙ্গলবার এক দেশ এক নির্বাচন সংক্রান্ত জেপিসি বৈঠকে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না জানান, সারা দেশে একসঙ্গে ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের হাতে বাড়তি ক্ষমতা তুলে দেওয়া উচিত নয়।

গেরুয়া ওড়িশায় ধর্ষণের পর জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি নাবালিকাকে

প্রতিবেদন : বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে নারী নিরাপত্তা একেবারে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। বিজেপির ওড়িশায় নারী নির্যাতন-ধর্ষণের ঘটনা বেড়েই চলেছে। এবার নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন অটোচালকের। এখানেই শেষ নয়। নাবালিকা যাতে মুখ না খোলে সেই কারণে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে অভিযুক্ত। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ৮ অগাস্ট ওড়িশার কটকে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা করে অটোচালক। ঘটনাটি চেপে রাখার জন্য নাবালিকাকে গায়ে আগুন লাগিয়ে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার দিন এক বন্ধুর সঙ্গে অটোতে করে জগৎপুর থেকে বাদামবাড়িতে যাচ্ছিল নির্যাতিতা। শিখরপুরে পৌঁছনোর পর অটোচালকের কাছে

কোথায় 'বেটি বাঁচাও'-এর ধ্বজাধারীরা?

জল চেয়েছিল তারা। কিন্তু অটোতে জল ছিল না। রাস্তার একপাশে অটো থামিয়ে জল কিনতে গিয়েছিল বন্ধু। সেই সুযোগেই নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা করে অটোচালক। অশালীন আচরণ করে অটোর মধ্যে। যৌন হেনস্থার পর চিৎকার করে উঠেছিল নাবালিকা। তখনই তার মুখ চেপে ধরে অটো চালক হুমকি দেয়। এক সপ্তাহ পর পরিবারকে যৌন হেনস্থার শিকার হয়ে অভিযোগ জানায় নাবালিকা। তার ভিত্তিতে সোমবার অভিযুক্ত অটোচালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। নাবালিকার মেডিক্যাল টেস্ট করা হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনার নিন্দা করে তৃণমূল কংগ্রেস দাঁড়িয়েছে, যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি ক্ষমতায়, সেই রাজ্যে নারী নিরাপত্তা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ওড়িশায় নাবালিকাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহের পর গায়ে পেট্রোল দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এখন কোথায় আমাদের 'বেটি বাঁচাও'-এর ধ্বজাধারীরা? লজ্জা থাকলে আর কোনওদিন নারী সুরক্ষা নিয়ে জ্ঞান দিতে আসবেন না।

কণ্ঠরোধের অপচেষ্টা

প্রতিবেদন: এই হল বিজেপি শাসিত অসম। সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধের অপচেষ্টা। সাংবাদিক সিদ্ধার্থ বরদরাঞ্জন এবং করণ থাপার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ তুলে নোটিশ পাঠিয়েছে গুয়াহাটি পুলিশ। একইসঙ্গে আগামী ২২ অগাস্টের মধ্যে গুয়াহাটি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের। না হলেই গ্রেফতার।

কমছে জিএসটি?

প্রতিবেদন: তৃণমূলের চাপে পড়ে এবার স্বাস্থ্যবিমা ও বিমার প্রিমিয়ামের উপর জিএসটি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও নবদম্পতিদের ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশ থেকে কমে তা ৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। পরিবর্তন হতে পারে ৩টি স্ল্যাবে। কেন্দ্রের ইঙ্গিত সেই রকমই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেশ বিদেশ

20 August, 2025 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

তিন সপ্তাহ আগে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এবার মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকারের প্রধান জেনারেল মিন আং হাইং জানিয়েছেন, ২৮ ডিসেম্বর থেকে হবে দেশের সাধারণ নির্বাচন

ট্রাম্পের নয়া লক্ষ্য এবার পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠক

প্রতিবেদন: প্রথমে আলাস্কার বৈঠক এবং এরপর ওয়াশিংটনের বৈঠকের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে একটি মুখোমুখি বৈঠক হতে চলছে। প্রায় চার বছরের পুরনো যুদ্ধ শেষ করার জন্য এটি খুব ভাল, প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। হোয়াইট হাউসে ইউরোপীয় নেতা, ন্যাটোর কর্মকর্তা এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে শান্তি আলোচনা আরও কাছে এগিয়ে আসছে। নিজের ট্রুথ সোশ্যাল-এ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে খুব ভাল বৈঠক করেছি, যা ওভাল অফিসে তার পরবর্তী বৈঠকের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি ইউরোপের শীর্ষনেতাদের সঙ্গে কথা বলেন ট্রাম্প। উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব, জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মার্জ, ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেয়েন এবং ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটে। ট্রাম্প জানান, আলোচনায় ওয়াশিংটনের সঙ্গে সমন্বয় করে ইউরোপীয় দেশগুলির মাধ্যমে ইউক্রেনের জন্য নিরাপত্তা গ্যারান্টি প্রদানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্পের মন্তব্য, রাশিয়া ও ইউক্রেনের জন্য শান্তির সম্ভাবনায় সবাই খুব খুশি। বৈঠকের শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সরাসরি রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তাঁর কথায়, আমি প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ফোন করেছি এবং প্রেসিডেন্ট পুতিন ও প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির মধ্যে একটি বৈঠকের আয়োজন শুরু করেছি, যার স্থান পরে নির্ধারণ করা হবে। ট্রাম্প জানান, সেই মুখোমুখি বৈঠকের পর তিনি দুই নেতাকে নিয়ে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আয়োজন করতে চান। ট্রাম্প জানান, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও এবং বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ মস্কো এবং কিয়েভের সঙ্গে লজিস্টিক নিয়ে কাজ করছেন। প্রায় চার বছর ধরে চলা একটি যুদ্ধের জন্য এটি একটি খুব ভাল, প্রাথমিক পদক্ষেপ। এদিকে ক্রেমলিন জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাদের আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের সময় আতিথেয়তা এবং অগ্রগতির জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উষ্ণ ধন্যবাদ জানিয়েছেন। রুশ সংবাদ সংস্থাগুলির মতে, ক্রেমলিনের একজন সহযোগী নিশ্চিত করেছেন যে দুই নেতার মধ্যে ৪০ মিনিটের একটি ফোন কল হয়েছে, যেখানে তাঁরা রুশ এবং ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলের মধ্যে সরাসরি আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। ইউক্রেন সংকট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখতেও তাঁরা সম্মত হয়েছেন যা ইঙ্গিত দেয় যে মস্কো এবং ওয়াশিংটন যোগাযোগ চ্যানেল খোলা রাখতে ইচ্ছুক।

সীমান্তের শান্তি ফেরাতে ঐকমত্য ভারত-চিন বৈঠকে

আলোচনায় ওয়াং ই এবং অজিত ডোভাল

প্রতিবেদন: ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র মধ্যে অনুষ্ঠিত ২৪তম বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক ভারত-চিন সম্পর্কের নতুন দিশা নির্দেশ করবে বলে আশাবাদী দুই দেশ। এই বৈঠকে উভয়পক্ষই নিজেদের মধ্যে স্থিতিশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছে। চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই বলেছেন, গত কয়েক বছরে ভারত ও চিনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি কোনও দেশের জনগণের স্বার্থের অনুকূল ছিল না। তিনি গত অক্টোবর মাসে কাজান শহরে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কথা উল্লেখ করেন। এই বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে একটি নতুন দিকনির্দেশ করেছে এবং সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নতুন প্রেরণা জুগিয়েছে। ওয়াং ই আরও বলেন, গত বছর অনুষ্ঠিত ২৩তম বৈঠকে সীমান্ত সংক্রান্ত মতবিরোধগুলি সামাল দেওয়া, সীমান্তে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং একটি সমাধানে পৌঁছনোর জন্য নতুন ঐকমত্য তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে। ওয়াং ই আসন্ন সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে চিনের প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, চিন এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চিন সফরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। তিনি বিশ্বাস করেন, ভারত এই শীর্ষ সম্মেলনকে সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ওয়াং ই সুস্থ ও স্থিতিশীল সম্পর্ককে উভয় দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের জন্য জরুরি বলে মন্তব্য করেন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ওয়াং ই-কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তিনি নিশ্চিত করেন যে, সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় আছে এবং দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনা আরও ফলপ্রসূ হয়েছে। কাজান বৈঠকে উভয় দেশের নেতাদের নেওয়া উদ্যোগের প্রশংসা করেন ডোভাল। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই বৈঠকটি এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন ভারত ও চিনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্ণ হয়েছে।

বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ নারী নাগরিক মঞ্চের

প্রতিবেদন: অসমের সংবেদনশীল এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের অস্ত্র লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথমবার সোচ্চার হল 'নারী নাগরিক মঞ্চ'। অরাজনৈতিক এই গোষ্ঠীটি বিজেপি সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের মতে, এই পদক্ষেপ রাজ্যে কয়েক দশকের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে নষ্ট করে দেবে।

একসময় দীর্ঘমেয়াদি জঙ্গিবাদের শিকার হওয়া অসমে ২০০৯-১০ সাল থেকে তুলনামূলকভাবে বড় ধরনের সহিংসতা হয়নি। 'নারী নাগরিক মঞ্চ' উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে যে, প্রতিবেশী রাজ্য মণিপুরে যেমন অরাজকতা দেখা গেছে, এই সিদ্ধান্তের ফলে অসমে তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। আত্মরক্ষার নামে নাগরিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া একটি বিপজ্জনক রাষ্ট্রীয় নীতি, যা কয়েক দশকের শান্তি প্রক্রিয়াকে নষ্ট করে দেবে এবং রাজ্যে উত্তেজনা বাড়াবে। এই সিদ্ধান্ত একটি 'অস্ত্র অর্থনীতির' জন্ম দিতে পারে, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বাড়াতে পারে এবং রাজ্যে গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। অস্ত্রকে বৈধতা দেওয়া জননিরাপত্তার জন্য হুমকি হবে।

'গাজায় সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু করা বন্ধ হোক'

আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংস্থাগুলির দাবি

প্রতিবেদন: গাজায় কর্মরত সাংবাদিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে অনাহারে রেখে মেরে ফেলা এবং তাঁদের লক্ষ্যবস্তু করার প্রতিবাদে ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট (আইপিআই) সহ ১৫টি আন্তর্জাতিক সংস্থা একজোট হয়েছে। তারা ইজরায়েলের কাছে দাবি জানিয়েছে, গাজায় বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোক এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক। এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমাদের মতো সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় কর্মরত সংস্থা, সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং সত্য ও স্বচ্ছতার প্রবক্তারা একযোগে ইজরায়েলের কাছে গাজায় সাংবাদিকদের ইচ্ছাকৃত অনাহার ও লক্ষ্যবস্তু করা বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলির অভিযোগ, গাজায় সাংবাদিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে অনাহারে রেখে মেরে ফেলা হচ্ছে। এটি কোনও আলংকারিক কথা নয়, বরং এধরনের কাজ ইচ্ছাকৃত এবং বাস্তব সময়ে ঘটছে, আর গোটা বিশ্ব তা দেখছে। এখন গাজার যা পরিস্থিতি তাতে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন দিনের পর দিন খাবার ছাড়া থাকছেন। অনাহারে থাকা মানুষগুলির মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিকরা, যাঁরা এখনও গাজার ভিতরে থেকে বস্তুনিষ্ঠ খবর পরিবেশন করছেন। অসমসাহসী এই ব্যক্তিরাই ইজরায়েলের গাজা যুদ্ধের মানবিক প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বকে অবগত রাখছেন। আর এখন তাঁদের অনাহারে মৃত্যুর

মুখে ঠেলে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এটি কোনও দুর্ঘটনা নয়, এটি একটি পরিকল্পিত যুদ্ধকৌশল। সাংবাদিকদের এই দুর্ভোগ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ইজরায়েল তাঁদের অনাহারে রেখে সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃত এই কৌশল ব্যবহার করছে।

প্রসঙ্গত, অক্টোবর ২০২৩ থেকে গাজায় ২৩০ জনেরও বেশি সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী নিহত হয়েছেন। যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা এবং তাঁদের পরিবার ক্রমাগত লক্ষ্যবস্তু, ভয়ভীতি এবং মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত। এখন তাঁদের বিমান হামলায় মৃত্যু অথবা অনাহারে মৃত্যুর মধ্যে একটি বেছে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাঁদের পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। সাংবাদিক সংগঠনগুলির আবেদন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি অবিলম্বে হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে গাজার সাংবাদিকদের জীবন গুরুতর হুমকির মুখে পড়বে এবং তাঁদের কণ্ঠস্বর চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। এই যৌথ মঞ্চের দাবি: অবিলম্বে খাদ্য ও চিকিৎসা সরবরাহ করা হোক। সুরক্ষিত মানবিক করিডরের মাধ্যমে গাজার সমস্ত সাংবাদিকের কাছে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বিশুদ্ধ জল এবং চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করা হোক। গাজায় বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রবেশে অবরোধ তুলে নেওয়া হোক এবং বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সাংবাদিকদের অনাহার ও হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের তদন্ত ও বিচার করা হোক। সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক এবং বিশেষত যাঁরা অবরোধের মধ্যে থেকে খবর সংগ্রহ করছেন, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট সহায়তা দেওয়া হোক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একই সঙ্গে শরীরে পুষ্টির জোগান দিতে এবং ওজন ঝরাতে খান গ্রিক ইয়োগার্ট। এই দইয়ে রয়েছে ভরপুর প্রোটিন, যা বিপাকীয় হার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে শরীরে শক্তি জোগাতে গ্রিক ইয়োগার্টের জুড়ি মেলা ভার

ক্রোনো পুষ্টির গুণাগুণ

বেশিরভাগ মানুষই সারাদিন পরিশ্রমের পরে রাতে রিল্যাক্স হয়ে কবজি ডুবিয়ে খাবার খান। সকালে হয়তো তেমন করে খেয়ে বেরনোই হয় না। অথচ সেটা একেবারেই সঠিক পদ্ধতি নয়। এত লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। ক্রোনো পুষ্টি হল খাদ্য, বিপাক ক্রিয়া, খাবারের সময় এবং আপনার শরীরের ঘড়ির কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করে তার বিজ্ঞান। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

একটি খাদ্যতালিকা

জলখাবার

সকাল সাড়ে সাতটা থেকে আটটা

এই সময় হাইপ্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর কার্বোহাইড্রেটের সমন্বয় জলখাবার নিন। যেমন ডিম, ওটস, ফল ইত্যাদি

দুপুরের খাবার

● সাড়ে বারোটা থেকে একটা দুপুরে খাবার খাওয়ার আদর্শ সময়। এই সময় লিন প্রোটিন এবং কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেড যেন আপনার পাতে থাকে সেই সঙ্গে ফাইবার ও হেলদি ফ্যাটস। যেমন চিকেন, সবুজ শাক-সবজি, ব্রাউন রাইস, মসুর ডাল, রাজমা ইত্যাদি।

বিকেলের খাবার

● বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে হালকা স্ন্যাক যেমন- বাদাম, ইয়োগার্ট বা ফল খেতে পারেন। তবে চাইলে নাও খেতে পারেন।

রাতের খাবার

● রাত আটটা থেকে ন'টার মধ্যে রাতের খাবার খাওয়া সেরে ফেলা খুব জরুরি। এরপরে চেষ্টা করুন আর কিছু না খেতে। যেমন— প্রোটিন, নন স্টার্চি খাবার এবং সবজি অর্থাৎ চিকেন, ডিম, মাছ। এছাড়া ব্রকোলি, গাজর, টমেটো ইত্যাদি।

ক্রোনোনিউট্রিশন বা ক্রোনোপুষ্টি হল খাবার খাওয়ার একধরনের টেকনিক বা বিজ্ঞান। সোজা বাংলায় এটি শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাবার খাওয়ার একটি প্রক্রিয়া। সাধারণত আমরা আমাদের খাওয়ার সময়সীমা নির্ধারণ করি আমাদের কাজের সময় বুঝে। কখনও আমরা কাজ করতে করতে খেতে ভুলে যাই, কখনও আগে খেয়ে ফেলি আবার কখনও কাজ শেষ করার পর খাবার খাই। অর্থাৎ বেশিরভাগ সময় আমাদের খাওয়ার কোনও নির্ধারিত সময় থাকে না। কিন্তু জানেন কি আমাদের খাওয়ার সময়সীমার ওপর আমাদের শরীরের অনেক কিছু নির্ভর করে। ক্রোনো পুষ্টি বা ক্রোনোনিউট্রিশনের ভিত্তি হল সেই সার্কাডিয়ান রিদম বা ছন্দ যা মানবদেহের ২৪ ঘণ্টার যে শারীরবৃত্তীয় সাইকেল বা চক্র যেমন হজম, বিপাক, ঘুম ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর এই রিদম বা ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিস্কের সুপরাকিয়াসমেটিক নিউক্লিয়াস এবং লিভার বা প্যানক্রিয়াসে থাকা পেরিফেরাল ক্লক। খাওয়ার সময় এবং সূর্যলোক— এই দুইয়ের সঙ্গেই ভাল সমঝোতা এই ঘড়িগুলোর।

কীভাবে কাজ করে ক্রোনোপুষ্টি

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইনসুলিন সংবেদনশীলতা অর্থাৎ যখন শরীর ইনসুলিনের প্রতি বেশি সংবেদনশীল হবে, কোষগুলো রক্ত থেকে গ্লুকোজ গ্রহণ করতে এবং শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। এর ফলে রক্তে শর্করামাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে। সেই ইনসুলিন সংবেদনশীলতা এবং গ্লুকোজ বিপাক সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছয় খুব সকালে এবং দুপুরের পরে, বিকেলে। তাই দিনের শুরুতে বেশিরভাগ ক্যালরি গ্রহণ এবং রাতের বেলা কম ক্যালরি গ্রহণ বা ক্যালরি ইনটেক করলে সেই প্রাকৃতিক ছন্দের সঙ্গে খাদ্যগ্রহণের একটা সামঞ্জস্য তৈরি হয়। এর ফলে ওজন নিয়ন্ত্রিত হয়, পুষ্টি শোষণ ভাল হয়। টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং স্থূলতার মতো বিপাকীয় রোগের ঝুঁকি অনেকটা কমে যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় ক্যালরি হয়তো বেশি নিচ্ছে না, সাধারণ খাবার-দাবারই খাচ্ছে কিন্তু অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, শিফটিং ডিউটি, বেশি রাত করে খাওয়া সেই সার্কাডিয়ান ছন্দকে ব্যাহত করছে। এর ফলে কী হয়, বিপাক ক্রিয়া ধীরে হয়ে যায় এবং শরীরে ফ্যাট জমতে শুরু করে, ওজন বাড়ে তরতরিয়ে এবং দেখা দেয় নানান সমস্যা।

কখন খাবেন এটাই গুরুত্বপূর্ণ

- কী খাবেন বা কতটা খাবেন তা নয়, ক্রোনোপুষ্টির সার কথা হল—কখন খাবেন। অর্থাৎ আপনার খাওয়ার সময়টা এখানে খুব জরুরি শর্ত। যেমন সূর্যালোক রয়েছে যতক্ষণ, ভাল করে খান। দিনের বেলা, বিশেষ করে সকালে আপনার শরীরের হজম ক্ষমতা অনেক বেশি সক্রিয় থাকে। খুব দেরি করে খাওয়া অর্থাৎ অনেক রাতে খাওয়া মেটাবলিজমকে কম করতে শুরু করে। জলখাবার হোক খুব ভারী, ডিনার একেবারে হালকা। ডিনারের সময়সীমা থাকুক ৭ থেকে ৮টার মধ্যে। গবেষণা অনুযায়ী, সকালের দিকে যত বেশি ক্যালরি গ্রহণ করবেন তত ওজন নিয়ন্ত্রিত থাকবে এবং ব্লাড সুগার ঠিক থাকবে।
- টাইম রেস্ট্রিকটেড ইটিং বা সীমাবদ্ধ সময় খান। অর্থাৎ খাবার খাওয়ার পুরো সময়টা ছয় থেকে বারো ঘণ্টার মধ্যে সীমিত রাখুন। ধরে নেওয়া যাক সকাল ৮টা থেকে সন্ধে ৬টার মধ্যে। যদি না পারেন একটা নির্দিষ্ট টাইম বেঁধে দিন। রোজ একই সময়ে খান, এক-একদিন এক-একরকম নয়।
- বেশি রাতে খাবার খাওয়া এড়িয়ে গেলেই ভাল। রাতে ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বা হজম ক্ষমতা সবচেয়ে কম থাকে ফলে রক্ত শর্করার নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়। একটানা রাত করে খেতে খেতে শরীরে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে এবং চর্বি জমে যেতে পারে দ্রুত।

একঝলকে কিছু নিয়ম

- ঘুম থেকে ওঠার এক থেকে দু'ঘণ্টার মধ্যে খাবার খান।
- জলখাবার স্কিপ করবেন না কখনও।
- ঘুমোতে যাওয়ার দুই থেকে তিনঘণ্টা আগে খাওয়া শেষ করুন।
- রাতে চিনি বা ফ্যাটি ফুড বা অতিরিক্ত ক্যালরি রয়েছে এমন খাবার এড়িয়ে চলুন।
- খাওয়ার একটা ঠিকঠাক সময় মেনটেইন করুন।
- যে সময় ঘুমোতে যান এবং ঘুম থেকে ওঠেন ওই অনুযায়ী নিজের খাদ্যাভ্যাসকে রাখুন।
- যাঁরা শিফটিং ডিউটি করেন, অনেক রাতে খান বা কাজের মাঝে খাওয়ার কোনও ঠিক ঠিকানা থাকে না বা উল্টোপাল্টা খান, তাঁদের ডায়াবেটিস, স্থূলতার সঙ্গে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকটা বেড়ে যায়।
- যাঁরা সকালে জলখাবার ভারী করেন এবং সারাদিনে একটু একটু খাবার খাওয়া কমাতে থাকেন অর্থাৎ দুপুরে সকালের চেয়ে কম, বিকেলে আরও কম এবং রাতে সামান্য, তাঁদের বিপাক ক্রিয়া ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকে। ওজন শুধু নিয়ন্ত্রণে থাকে এমন নয়, ওজন কমেও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

20 August, 2025 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

পাকিস্তানকে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে হারাবে ভারত, হুঙ্কার কেদার যাদবের

পৃথ্বীর সেঞ্চুরি

■ **চেন্নাই :** ঘরোয়া ক্রিকেটে কামব্যাক ম্যাচেই উজ্জ্বল পৃথ্বী শ। মঙ্গলবার বুচিবাবু টুর্নামেন্টে মহারাষ্ট্রের হয়ে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার। অফ ফর্ম ও নানা বিতর্কে ক্রিকেটের মূলস্রোত থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিলেন পৃথ্বী। তবে নিয়মিত সুযোগ পাওয়ার জন্য এই মরশুমে মুম্বই ছেড়ে মহারাষ্ট্রে এসেছেন তিনি। এদিন দলের ৪৪তম ওভারে মাত্র ১২২ বলে সেঞ্চুরি করে চেনা ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন পৃথ্বী। শেষ পর্যন্ত ১৪১ বলে ১১১ রান করেন। প্রসঙ্গত, গত বছরের অক্টোবরে মুম্বইয়ের রঞ্জি দল থেকে বাদ পড়েছিলেন পৃথ্বী। তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং বাড়তি ওজনের অভিযোগ ছিল।

নায়ক কেশব

■ **কেয়ার্নস :** স্পিনার কেশব মহারাজের দুরন্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে প্রথম একদিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ৯৮ রানে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। মঙ্গলবার প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ২৯৬ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, মহারাজের স্পিনের জালে ৪০.৫ ওভারে মাত্র ১৯৮ রানে গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। মহারাজ ৩৩ রানে ৫ উইকেট শিকার করেন। দু'টি করে উইকেট পান লুনগি এনগিডি ও নাদ্রে বার্গার। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে একমাত্র লড়াই করেন মিচেল মার্শ (৮৮ রান)। এর আগে এইডেন মার্করাম (৮২ রান), টেম্বা বাভুমা (৬৫ রান) ও ম্যাথু ব্রিটজকের (৫৭ রান) হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে তিনশোর কাছাকাছি রান তুলতে পেরেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

মনুর ব্রোঞ্জ

■ **নয়াদিল্লি :** কাজাখস্তানে আয়োজিত এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতলেন মনু ভাকের। মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন তিনি। ফাইনাল রাউন্ডে উঠেছিলেন মোট আটজন শুটার। মনু ২১৯.৭ পয়েন্ট স্কোর করে তৃতীয় স্থানে শেষ করেন। এই ইভেন্টে সোনা জিতেছেন চিনা শুটার কুইনকে মা। তিনি ২৪৩.২ পয়েন্ট স্কোর করেন। রুপো জিতেছেন কোরিয়ান শুটার জিন ইয়াং। তাঁর স্কোর ২৪১.৬ পয়েন্ট।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতে ফাইনালে রোনাল্ডোরা

হংকং, ১৯ অগাস্ট : নতুন মরশুমের শুরুতেই ট্রফি জয়ের হাতছানি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সামনে। মঙ্গলবার হংকংয়ে আয়োজিত সৌদি সুপার কাপের সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ আল ইত্তেহাদকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে আল নাসের। তাও আবার এক ঘণ্টারও বেশি সময় ১০ জনে খেলে! রোনাল্ডো নিজে অবশ্য গোল পাননি। বরং জয়সূচক গোল করে ম্যাচের নায়ক আল নাসেরের আরেক পর্তুগিজ তারকা জোয়াও ফেলিক্স।

■ প্রথম গোলের পর রোনাল্ডোদের উৎসব। মঙ্গলবার হংকংয়ে।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচের ১০ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসের। গোল করেন প্রাক্তন লিভারপুল তারকা সাদিও মানে। যদিও ছয় মিনিটের মধ্যেই আল নাসেরের রক্ষণের ভুলে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে এনেছিল আল ইত্তেহাদ। গোল করেন স্টিভেন বার্গউইজন। ম্যাচ ১-১ হয়ে যাওয়ার পরেও প্রতিপক্ষকে রীতিমতো চাপে রেখেছিলেন রোনাল্ডোরা। কিন্তু ২৫ মিনিটে ছন্দপতন! সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন গোলদাতা সাদিও মানে। ফলে ১০ জনে হয়ে পড়েছিল আল নাসের। বাধ্য হয়েই রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকেন রোনাল্ডোরা। প্রথমার্ধে আর কোনও গোল হয়নি।

বিরতির পর মূলত প্রতি আক্রমণমূলক ফুটবল খেলেছে আল নাসের। ৬১ মিনিটে ফেলিক্সের গোল, তেমনই একটা প্রতি আক্রমণের ফসল। ২-১ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর, নিজেদের রক্ষণের ঝাঁপ পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছিল আল নাসের। রোনাল্ডোকেও তুলে নিয়ে বাড়তি একজন ডিফেন্ডারকে মাঠে নামিয়ে দেন কোচ। ম্যাচের বাকি সময় অনেক চেষ্টা করেও ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি আল ইত্তেহাদ। রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিয়েই মাঠ ছাড়ে আল নাসের।

নেতৃত্বে মেসি, দলে নতুন মুখ লোপেজ

বুয়েনোস আইরেস, ১৯ অগাস্ট : ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের শেষ দুই ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে নেতৃত্ব দেবেন লিওনেল মেসি। আগামী ৫ এবং ১০ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে খেলবে আর্জেন্টিনা। এই দু'টি ম্যাচের জন্য ৩১ জনের প্রাথমিক দলে নতুন মুখ ব্রাজিলের ক্লাব পালমেইরাসের স্ট্রাইকার হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ। ২৪ বছর বয়সী লোপেজ এই মরশুমে ১৫টি গোল করেছেন। এছাড়া বাদ পড়ছেন এনজো ফার্নান্ডেজ, নিকো ডমিনগেজ ও ভালেন্তিন বার্কো। তাঁদের জায়গায় এসেছেন জুলিও সোলের, অ্যালান ভারেলা ও ভালেন্তিন কারবোনি।

আগামী বিশ্বকাপের মূলপর্বে ইতিমধ্যেই জায়গা করে নিয়েছে আর্জেন্টিনা। ১৬ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে লিওনেল স্কালোনির দল লাতিন আমেরিকা গ্রুপের শীর্ষে। তাই এই দু'টি নিয়মরক্ষার ম্যাচে দল নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেই পারেন কোচ স্কালোনি।

এদিকে, দু-একদিনের মধ্যেই বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের দল ঘোষণা করবে ব্রাজিল। আগামী ৫ ও ১০ সেপ্টেম্বর ফের বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে যথাক্রমে চিলি ও বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। কোচ কার্লো আনচেলোত্তি এই দু'টি ম্যাচে নিশ্চিতভাবেই নেইমার দ্য সিলভাকে দেখে নিতে চাইবেন। তবে আরেক তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে এই দুটো ম্যাচের স্কোয়াডে রাখতে চাইছেন না আনচেলোত্তি। কারণ কার্ড সমস্যায় চিলি ম্যাচ খেলতে পারবেন না রিয়াল তারকা। একটা ম্যাচের জন্য ভিনিসিয়াসকে স্কোয়াডে রাখতে রাজি নন ব্রাজিলের কোচ।

ম্যাচ ছাড়লেন সিনার, খেতাব আলকারেজের

সিনসিনাটি, ১৯ অগাস্ট : উইম্বলডনের পর আরও একটি খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিলেন জানিক সিনার ও কার্লোস আলকারেজ। তাই সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনাল নিয়ে উত্তেজনার পারদ ছিল তুঙ্গে। পুরুষদের টেনিসের এক ও দু'নম্বর তারকার আরও একটা মহাকাব্যিক ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় ছিলেন টেনিসপ্রেমীরা।

কিন্তু যাবতীয় উন্মাদনায় জল ঢেলে দিয়ে প্রথম সেট শুরুর মাত্র কুড়ি মিনিটের মধ্যে ম্যাচ ছেড়ে দিলেন সিনার! অসুস্থতার কারণে খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি তিনি। সেই সময় ৫-০ গেমে এগিয়ে ছিলেন আলকারেজ। ফলে ঘাম না ঝরিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলেন স্প্যানিশ তারকা। যদিও এভাবে খেতাব জিততে চাননি আলকারেজ। তাই প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন।

হার্ড কোর্টে টানা ২৬ ম্যাচ জিতে আলকারেজের মুখোমুখি হয়েছিলেন সিনার। কিন্তু প্রথম গেমে সার্ভিস করার সময়ই সিনারকে দেখে মনে হচ্ছিল কোনও সমস্যা হচ্ছে। একের পর এক ডাবল ফল্ট এবং আনফোর্সড এরর করতে থাকেন ইতালীয় তারকা। এরপর ০-৫ গেমে পিছিয়ে পড়ার পরেই সিনার জানিয়ে দেন, তিনি আর খেলা চালিয়ে যেতে পারছেন না।

■ সিনারকে সান্ত্বনা আলকারেজের।

পরে দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সিনার বলেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। দর্শকদের হতাশ করেছি। গত রাত থেকেই অসুস্থ ছিলাম। ভেবেছিলাম ম্যাচটা অন্তত শেষ করতে পারব। কিন্তু পারলাম না। আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তিনি আরও বলেন, আলকারেজকে অনেক শুভেচ্ছা। তুমি আরও একটা ট্রফি জিতলে। তবে জানি, তুমিও এভাবে জিততে চাওনি। অন্যদিকে, আলকারেজ বলেন, আমি জানি, তুমি আরও শক্তিশালী হয়ে কোর্টে ফিরবে।

এদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জিতেছেন ইগা সুইয়াটেক। ফাইনালে ইগা ৭-৫, ৬-৪ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন ইতালীয় প্রতিপক্ষ জেসমিন পাওলিনাকে।

গুকেশ-বধ, চমক প্রজ্ঞার

সেন্ট লুইস, ১৯ অগাস্ট : দুঃসময় কাটছে না ডি গুকেশের। এবার সিঙ্কফিল্ড ক্যাসিক্যাল দাবায় সতীর্থ আর প্রজ্ঞানন্দর কাছে হেরে গেলেন দাবার কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এদিকে, এই জয়ের সুবাদে আমেরিকার লেভন আরোনিয়ানের সঙ্গে যুগ্মভাবে টুর্নামেন্টের শীর্ষে উঠে এলেন প্রজ্ঞানন্দ। উজবেকিস্তানের দাবাড়ু নোদিরবেক আবদুসাত্তোরভকে হারিয়েছেন আরোনিয়ান। এদিকে, গুকেশের বিরুদ্ধে জয়ের পর, ফিডের লাইভ ক্রমতালিকার তিন নম্বরে উঠে এসেছেন প্রজ্ঞানন্দ। যা তাঁর কেরিয়ারের সেরা র‍্যাঙ্কিং। শুধু তাই নয়, প্রায় তিন বছর পর, গুকেশের বিরুদ্ধে জয়ের স্বাদ পেলেন প্রজ্ঞানন্দ। অন্যদিকে, সময়টা মোটেই ভাল কাটছে না গুকেশের। সদ্যসমাপ্ত সেন্ট লুইস র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিৎজ দাবায় ছয় নম্বরে শেষ করেছিলেন। এবার সিঙ্কফিল্ডে প্রথম রাউন্ডেই হারলেন।

চুক্তিতেও নামলেন বাবর-রিজওয়ান

লাহোর, ১৯ অগাস্ট : এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ পড়েছিলেন আগেই। এবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় বড়সড় পতন হল দুই তারকা বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ানের। বার্ষিক চুক্তির 'এ' গ্রেড থেকে 'বি' গ্রেডে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বাবর ও রিজওয়ানকে। কেন্দ্রীয় চুক্তির সর্বোচ্চ গ্রেডে কোনও ক্রিকেটারকেই রাখা হয়নি।

২০২৫-২৬ মরশুমের জন্য মোট ৩০ জন ক্রিকেটারকে কেন্দ্রীয় চুক্তির আওতায় রেখেছে পাক ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু সর্বোচ্চ গ্রেড 'এ' ক্যাটেগরিতে কোনও ক্রিকেটারকে রাখা হয়নি। আগের চুক্তিতে 'এ' গ্রেডে ছিলেন বাবর ও রিজওয়ান। কিন্তু এবার তাঁদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে 'বি'-তে। গতবার কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছিলেন ফখর জামান। এবার তাঁকে ফেরানো হয়েছে চুক্তিতে।

তিনটি ক্যাটেগরিতে ১০ জন করে ক্রিকেটার রাখা হয়েছে। গত বছরের চুক্তির প্রেক্ষিতে উন্নতি হয়েছে আবরার আহমেদ, হ্যারিস রউফ-সহ পাঁচ পাক ক্রিকেটারের। এবারের চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন আট খেলোয়াড়। ফর্মহীন তারকা নন, পাক বোর্ড ভরসা রাখতে চাইছে তারুণ্যে। প্রাক্তন পাক তারকা মহম্মদ হাফিজ জানিয়েছেন, খারাপ পারফরম্যান্সের কারণে তিন ফরম্যাটে দলের প্রধান খেলোয়াড় হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছেন বাবর ও রিজওয়ান।

জসপ্রীত বুমরাকে নিজের সই করা এসি মিলানের জার্সি পাঠালেন ইব্রাহিমোভিচ

ডার্বি ভুলে ডুরান্ড সেমিফাইনালে পরীক্ষায় ইস্টবেঙ্গল

আজ আত্মতুষ্টিকেই ভয় পাচ্ছেন অস্কার

প্রতিবেদন : ময়দানের মিথ বলছে, ডার্বি জয়ের পরের ম্যাচ সবসময় কঠিন হয়। বড় ম্যাচের পরের লড়াইয়েই ধাক্কা খাওয়ার ইতিহাস রয়েছে। ইস্টবেঙ্গল কি পারবে বুধবার ডায়মন্ড হারবারের মতো শক্ত প্রতিপক্ষকে হারিয়ে ময়দানি মিথ ভেঙে ডুরান্ড ফাইনালে পা রাখতে? ইতিহাস মাথায় রয়েছে লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোর। তাই সেমিফাইনালের আগের দিন যুবভারতীতে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে অস্কার বললেন, আমি জানি ডার্বির পরের ম্যাচ খুব কঠিন হয়।

কিবু ভিকুনার দলের বিরুদ্ধেও মহম্মদ রশিদকে সম্ভবত পাচ্ছেন না ইস্টবেঙ্গল কোচ। বুধবার সকালে যদি শহরে চলে আসেনও, রশিদকে নামানোর ঝুঁকি হয়তো নেবেন না অস্কার। ডার্বিতে ১৫ মিনিটেই চোট পেয়ে বেরিয়ে যান হামিদ আহদাদ। চোট গুরুতর না হলেও তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম। মঙ্গলবার নিউ টাউনের মাঠে দেরিতে অনুশীলনে এলেও মাঠে নামেননি হামিদ। তিন বিদেশি মিগুয়েল, সাউল, দিমি-সহ ছয় ফুটবলারের একটি করে হলুদ কার্ড রয়েছে। এটি ভাবাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল কোচকে।

ফুটবলারদের মধ্যে আত্মতুষ্টি ঘেঁষতে দিতে চান না অস্কার। লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ বললেন, আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। জানি ডার্বির পরের ম্যাচ কঠিন হয়। শারীরিক ও মানসিকভাবে, এমনকী এনার্জির দিক দিয়ে আমরা হয়তো একটু পিছিয়ে থাকব। ছেলেদের চাপ দিতে পারব না। আমি চাই, মোহনবাগান ম্যাচের মতো আমার আমার খেলোয়াড়রা ৯০ মিনিট মাঠে নিজেদের সেরাটা দিক। পারফরম্যান্স গ্রাফ নিচে নামার ঝুঁকি একটা থাকেই। তবে আমরা সব কিছু পর্যালোচনা করেই গেমপ্ল্যান তৈরি করছি। টুর্নামেন্টে এগোনোর সুযোগ রয়েছে। সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবারকে সমীহ করছি। ওদের কোচ অভিজ্ঞ। দলে আইএসএলে খেলা কয়েকজন প্লেয়ার রয়েছে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

সেমিফাইনালেও লাল-হলুদের ভরসা দিমি।

বিদেশির সংখ্যায় এগিয়ে থাকবে ইস্টবেঙ্গল। ডায়মন্ড হারবার পাবে মাত্র দুই বিদেশিকে। অস্কার মানছেন না, তাঁরা ফেভারিট। বললেন, ডার্বি চ্যালেঞ্জিং ছিল। এই ম্যাচটাও কঠিন। নিজেদের এগিয়ে রাখতে পারব না। আমাদের শান্ত থাকতে হবে। হামিদ ও রশিদের প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গল কোচের কটাক্ষ, ওদের দু'জনকে নিয়ে আমার থেকে বেশি জানে সোশ্যাল মিডিয়া। আমি কিছু জানি না।

ডায়মন্ড হারবারকে নিয়েও ভাবুক কিবু

প্রতিবেদন : প্রথমবার ডুরান্ড কাপ খেলতে নেমেই সেমিফাইনালে উঠেছে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসি। বুধ-সন্ধ্যায় (৭.৩০) যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শতাব্দীপ্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে টক্কর দিতে নামবে মাত্র সাড়ে তিন বছরের একটি ক্লাব। কলকাতা লিগ, আই লিগ থ্রি, টু থেকে আই লিগের মূলপর্ব। নতুন মিশনে নামার আগে ডুরান্ড অভিষেকেই সেমিফাইনাল। ফাইনালে ওঠার রাস্তায় কিবু ভিকুনার দলের সামনে কাঁটা ইস্টবেঙ্গল। তবে ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগে অস্কার ব্রুজোর দলকে সতর্ক করে কোচ কিবু সাফ জানিয়ে দিলেন, ডায়মন্ড হারবারকে নিয়েও ভাবুক ইস্টবেঙ্গল।

মোহনবাগানের কোচ থাকাকালীন কিবু হারেননি ইস্টবেঙ্গলের কাছে। সেই রেকর্ড ধরে রাখার লড়াই ডায়মন্ড হারবারের স্প্যানিশ কোচের কাছে। চোটের কারণে ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভেইরাকে পাবেন না কিবু। তবে বাকি দুই বিদেশি অভিজ্ঞ স্লোভানিয়ান স্ট্রাইকার লুকা মাজসেন এবং স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাক মিকেল কোয়ার্তাজারের সঙ্গে স্বদেশি ব্রিগেড নিয়েই ইস্টবেঙ্গল বধের রণকৌশল সাজাচ্ছেন ডায়মন্ড হারবার কোচ। গোলে মিরশাদ মিচু ও আপফ্রন্টে জবি জাস্টিন, দুই কেরালাইট ইস্টবেঙ্গলের কাঁটা। কিবু বললেন, ফুটবলে সব কিছুই সম্ভব। ইস্টবেঙ্গল শক্তিশালী দল। কিন্তু সবসময় সেরা দল জেতে না। ধারে-ভারে পিছিয়ে থাকা দলও জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। পোলিশ লিগে কোচিং করানোর সময় আমার ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটেছে।

দুই স্প্যানিশ কোচের দ্বৈরথে কিবু খুব একটা পিছিয়ে থাকবেন না। তাঁর পুরনো দল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলে ফেলেছেন। সবুজ-মেরুনের কাছে ১-৫ গোলে হারটা দুর্ঘটনা ছিল বলে মনে করেন কিবু। এবার সামনে ইস্টবেঙ্গল। ডায়মন্ড হারবার কোচ নতুন লড়াইয়ের আগে হেভিওয়েট প্রতিপক্ষকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দেশের সেরা ক্লাব। সেরাদের বিরুদ্ধে খেলা সবসময় কঠিন। চ্যালেঞ্জ নিয়েই মাঠে নামতে হবে। তবে আমরাও পিছিয়ে নেই। দুই প্রধানকে ছাড়া এখন ডায়মন্ড হারবারকে নিয়েও ভাবতে হবে। মোহনবাগান ম্যাচের ভুল শুধরে জামশেদপুরে গিয়ে ওদের সমর্থকদের সামনেই আমরা জিতেছি। আমরাই একমাত্র দল যারা আইএসএলের তিনটি দলের বিরুদ্ধে জিতে এই জায়গায় পৌঁছেছি।

ডায়মন্ড হারবারের প্রস্তুতিতে লুকা, জবিরা।

ফাইনালে নর্থইস্ট

গুয়াহাটি, ১৯ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল গতবারের চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড। মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে সেমিফাইনালে ছিল কার্যত পাহাড়ি ডার্বি। সেখানে শিলং লাজং এফসি-কে রিডিম তালাংয়ের দুরন্ত গোলে হারিয়ে বাজিমাত করে আলাদিন আজারাইদের নর্থইস্ট। খেলার ফল ১-০। জন আব্রাহামের দল গতবারও সেমিফাইনালে লাজংকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। এবারও সেই একই ফলের পুনরাবৃত্তি। ম্যাচে দাপট দেখিয়েই জয় ছিনিয়ে নেয় জুয়ান পেদ্রো বেনালির দল। ৩৫ মিনিটে দূরপাল্লার শটে অনবদ্য গোল করেন রিডিম। সেই গোলের পর ম্যাচের রাশ ছিল নর্থইস্টের হাতেই। ১-০ স্কোরলাইনেই জিতে ফাইনালে ওঠেন আলাদিনরা।

গোলদাতা রিডিমকে নিয়ে উচ্ছ্বাস।

ক্রীড়া বিল এখন আইন

প্রতিবেদন : প্রত্যাশামতোই আইনে পরিণত হল জাতীয় ক্রীড়া বিল। সোমবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জাতীয় ক্রীড়া বিলে সই করার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে তা আইনে রূপান্তরিত হয়। কয়েকদিন আগেই ক্রীড়া বিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ হয়।

ভারত সরকারের এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জাতীয় ক্রীড়া বিলে অনুমোদন দিয়ে স্বাক্ষর করেছেন রাষ্ট্রপতি। সংসদীয় আইনটি ১৮ অগাস্ট, ২০২৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়েছে এবং জাতীয় ক্রীড়া আইন, ২০২৫-এর সাধারণ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

বাগানকে চিঠি

প্রতিবেদন : দেশ বনাম ক্লাব ইস্যুতে ফের সরগরম ময়দান। কাফা কাপের জন্য জাতীয় শিবিরে ফুটবল ছাড়েনি মোহনবাগান। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র প্রথম ম্যাচ মোহনবাগানের। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের জন্য ভালভাবে প্রস্তুতি নিতেই ফুটবলার না ছাড়ার সিদ্ধান্ত। তাছাড়া জাতীয় শিবিরে গিয়ে আগে একাধিক ফুটবলার চোট পাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে ক্লাবকে। শুভাশির বোসও গত ২৫ মার্চ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে গিয়ে চোট পান। মোহনবাগানের সেই দাবি খারিজ করে কলকাতার ক্লাবকে চিঠি দিয়ে এআইএফএফ জানিয়েছে, শুভাশিস জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পাননি। ভারতীয় ডিফেন্ডার চোট পেয়েছিলেন গত ১২ এপ্রিল আইএসএল ফাইনালে। ফেডারেশনের দাবি, শুভাশিসের চোট গোপন করে মোহনবাগান। জাতীয় দলের কাছে তাঁর চোট নিয়ে কোনও তথ্যই ছিল না। মোহনবাগানের এক কর্তার দাবি, প্রতিবারই জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে তাদের তিন-চারজন ফুটবলার চোট নিয়ে ফেরে। চিকিৎসা করাতে হয় ক্লাবকেই।

সূর্যর ক্যাচে ফের বিতর্ক

মুম্বই, ১৯ অগাস্ট : গত বছর বার্বাডোজের মাঠে শেষ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলারের দুরন্ত ক্যাচ ধরে ভারতকে টি-২০ বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব। সূর্যর অসামান্য ক্যাচ নিয়ে তখন বিতর্ক কম হয়নি। সত্যিই কি তাই? সেদিন ফাইনালে ধারাভাষ্যের দায়িত্বে থাকা ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার আম্বাতি রায়াড়ুর দাবি, বাউন্ডারি লাইনের দড়ি ঠিক জায়গায় ছিল না। রায়াড়ু বলেন, ফাইনালে বিরতির সময় সম্প্রচারকারী চ্যানেল বাউন্ডারির কাছে চেয়ার পেতেছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে ধারাভাষ্যকাররা কথা বলছিলেন। চেয়ার পাতার সময় বাউন্ডারির দড়ি কিছুটা সরানো হয়েছিল। পরে দড়িটা আর আগের জায়গায় ফেরানো হয়নি। ফলে বাউন্ডারি সামান্য বড় হয়ে গিয়েছিল।

মাঠে ময়দানে
জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 August, 2025 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

গৌতম গম্ভীরের পরামর্শে জাতীয় দলে ফেরার স্বপ্ন দেখছেন পেসার নবদীপ সাইনি

এশিয়া কাপে সূর্যর ডেপুটি গিল

মুম্বই, ১৯ অগাস্ট : যাবতীয় জল্পনার অবসান। শুধু এশিয়া কাপের দলে থাকাই নয়, বড় দায়িত্বও পেলেন শুভমন গিল। মঙ্গলবার আসন্ন এশিয়া কাপের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করলেন নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকর। প্রত্যাশিতভাবেই অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। শুভমনের স্কোয়াডে থাকা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ঝুললেও, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তিনিই দলের সহ-অধিনায়ক। দলে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাও। তবে ব্রাত্যই থেকে গেলেন যশস্বী জয়সওয়াল ও শ্রেয়স আইয়ার। যশস্বীকে অবশ্য স্ট্যান্ডবাইয়ে রাখা হয়েছে।

মুম্বইয়ের প্রবল বৃষ্টির কারণে এদিন নির্বাচনী বৈঠকে পৌঁছতে দেরি হয়েছিল আগারকর ও বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকিয়ার। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা পর দল ঘোষণা করা হয়। দলে দু'জন পেসার অলরাউন্ডার রাখা হয়েছে। হার্দিক পান্ডিয়া ও শিবম দুবে। এছাড়া স্পিনার অলরাউন্ডার হিসাবে রয়েছেন অক্ষর প্যাটেল। দুই বিশেষজ্ঞ স্পিনার কুলদীপ যাদব ও বরুণ চক্রবর্তী। তিন পেসার বুমরা, অর্শদীপ সিং এবং হর্ষিত রানা। দলে আছেন রিঙ্কু সিং। যদিও সঞ্জু স্যামসনের পাশাপাশি দ্বিতীয় উইকেটকিপার হিসাবে রয়েছেন জিতেশ শর্মা।

পাশাপাশি যশস্বী ছাড়া আরও চার ক্রিকেটার—ওয়াশিংটন সুন্দর, রিয়ান পরাগ, প্রসিধ কৃষ্ণ ও ধ্রুব জুরেলকে স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে। মূল স্কোয়াডের কেউ চোট পেলে, এই পাঁচজনের মধ্যে কাউকে নেওয়া হবে।

এদিন শুভমনের দলে থাকা প্রসঙ্গে আগারকর বলেছেন, ও আমাদের সবার প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। শুভমন টি-২০ দলের নিয়মিত সদস্য ছিল। কিন্তু মাঝে টেস্টের দিকে মন দিয়ে গিয়ে কয়েকটা সিরিজ খেলেনি। ওকে আবার দলে ফেরানো হল। তবে অভিষেক শর্মার সঙ্গে সঞ্জু না শুভমন, কে ওপেন করবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেছেন নিবার্চক প্রধান।

যশস্বী ও শ্রেয়সের সুযোগ না পাওয়া নিয়ে আগারকর বলেছেন, যশস্বীর ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু শেষ কয়েকটা টুর্নামেন্টে অভিষেক শর্মা কেমন খেলেছে, সেটা সবাই দেখেছে। তাছাড়া অভিষেক বলও করতে পারে। শ্রেয়সের ক্ষেত্রেও বলতে পারি, ওর কোনও দোষ নেই। কিন্তু আমরা মাত্র ১৫ জনকেই নিবার্চিত করতে পারি। রিঙ্কুকে আমরা অতিরিক্ত ব্যাটার হিসাবে নিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে, শুভমনকে ডেপুটি পেয়ে খুশি সূর্যকুমার। ভারতের টি-২০ অধিনায়ক বলছেন, বিশ্বকাপের পর দলের সহ-অধিনায়ক ছিল শুভমন। মাঝে কয়েকটা সিরিজে ও খেলেনি। তখন দায়িত্ব পেয়েছিল অক্ষর। আমি খুশি যে শুভমন আবার দায়িত্ব ফিরে পেয়েছে। সূর্য আরও যোগ করেছেন, আগামী বছর দেশের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। ফলে এশিয়া কাপ আমাদের কাছে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। আমি আত্মবিশ্বাসী।

ঘোষিত দল : সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, রিঙ্কু সিং, জিতেশ শর্মা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানা।

স্ট্যান্ডবাই : যশস্বী জয়সওয়াল, প্রসিধ কৃষ্ণ, ওয়াশিংটন সুন্দর, রিয়ান পরাগ ও ধ্রুব জুরেল।

দলে বুমরা, ব্রাত্য যশস্বী-শ্রেয়স

সাংবাদিক বৈঠকে সূর্যকুমার ও আগারকর। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে। (ডানদিকে) শুভমন গিল।

অনুষ্টুপ ১২৬, বাংলা ৩৮১

প্রতিবেদন : বুচিবাবু আমন্ত্রণী টুর্নামেন্টে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকালেন বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার। মঙ্গলবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে ১৬৭ বলে অনবদ্য ১২৬ রানের ইনিংস খেলেন অনুষ্টুপ। মাত্র দু'রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন বাংলার আরেক ব্যাটার সুমন্ত গুপ্ত। তিনি ১০৫ বলে ৯৮ রান করেন। এছাড়া সুদীপ ঘরামির ৪৫ এবং অভিষেক পোড়েলের ৩৯ রান উল্লেখযোগ্য। মূলত অনুষ্টুপদের দাপটেই দ্বিতীয় দিনে স্কোরবোর্ডে ৩৮১ রান তুলেছে বাংলা। এর আগে সোমবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, দিনের শেষে ৯০ ওভারে ৯ উইকেটে ৪১৫ রান তুলেছিল হরিয়ানা। বাংলার নুরউদ্দিন মণ্ডল তিন উইকেট দখল করেছিলেন। দু'টি করে উইকেট পান রাহুল প্রসাদ ও বিকাশ সিং। হরিয়ানার হয়ে জোড়া সেঞ্চুরি করেছিলেন যশবর্ধন দালাল (১২০) এবং হিমাংশু রানা (১০০)। বুধবার ম্যাচের শেষ দিন। বাংলা প্রথম ইনিংসে ৩৪ রানে পিছিয়ে।

বিশ্বকাপ স্কোয়াডে রিচা, বাদ শেফালি

মুম্বই, ১৯ অগাস্ট : মঙ্গলবারই আসন্ন মহিলা একদিনের বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করে দিল বিসিসিআই। প্রত্যাশামতোই অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ক যথাক্রমে হরমনপ্রীত কৌর এবং স্মৃতি মান্ধানা। দলে রয়েছেন বাংলার রিচা ঘোষ। বাদ ওপেনার শেফালি ভার্মা। প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজেও একই দল খেলবে।

চোট সারিয়ে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ফিরেছেন মিডিয়াম পেসার রেণুকা সিং। শেফালির বাদ পড়া প্রসঙ্গে মেয়েদের প্রধান নির্বাচক নীতু ডেভিডের বক্তব্য, শেফালি আমাদের পরিকল্পনার মধ্যেই রয়েছে। ওর পারফরম্যান্সের দিকে আমাদের নজর রয়েছে। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে না থাকলেও, অদূর ভবিষ্যতে আমরা ওর কথা বিবেচনা করতেই পারি। শেফালির দক্ষতা নিয়ে আমাদের কারও কোনও সংশয় নেই।

ঘোষিত দলে শেফালির বদলে আস্থা রাখা হয়েছে প্রতীকা রাওয়ালের উপর। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ এবং বিশ্বকাপে স্মৃতির সঙ্গে প্রতীকাই ওপেন করবেন। বাংলার রিচার দলে থাকা নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। তিনিই দলের একনম্বর উইকেটকিপার ব্যাটার।

ঘোষিত দল : হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা (সহ-অধিনায়ক), প্রতীকা রাওয়াল, হার্লিন দেওল, দীপ্তি শর্মা, জেমাইমা রডরিগেজ, রেণুকা সিং, অরুন্ধতী রেড্ডি, রিচা ঘোষ, ক্রান্তি গৌড়, আমনজ্যোৎ কৌর, রাধা যাদব, শ্রী চারানি, স্নেহ রানা ও যস্তিকা ভাটিয়া।

বুমরা-নীতিতে অনড় বোর্ড

মুম্বই, ১৯ অগাস্ট : জসপ্রীত বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নীতিতে অনড় থাকছে বিসিসিআই। মঙ্গলবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পুরো সিরিজ না খেলে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন বুমরা। তবে এশিয়া কাপের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে অভিজ্ঞ পেসারকে।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে আগারকর বলেছেন, বুমরার জন্য কোনও লিখিত পরিকল্পনা এই মুহূর্তে নেই। ইংল্যান্ড সিরিজের পর ও একটা লম্বা বিরতি পেয়েছে। টিম ম্যানেজমেন্ট এবং ফিজিওর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে এই সময়। একটা কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই, বুমরাকে সব বড় ম্যাচে খেলানোর পরিকল্পনা নির্বাচক কমিটির রয়েছে। আর ও চোট পাওয়ার আগেও ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হত। যাতে গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ারদের বড় মঞ্চে পাওয়া যায়।

নির্বাচক প্রধান আরও বলেছেন, জানি, সব আন্তর্জাতিক ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। বড় ম্যাচ। কিন্তু সামনে টি-২০ বিশ্বকাপ আছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ রয়েছে। আমরা এই সবক'টি সিরিজেই বুমরাকে সম্পূর্ণ ফিট অবস্থায় পেতে চাই। আগারকরের সংযোজন, সব ফাস্ট বোলাররাই কেরিয়ারের কোনও না কোনও সময়ে চোট সমস্যায় ভোগে। মাথায় রাখতে হবে, গত ২-৩ বছর ধরে বুমরা চোটে ভুগছে। তাই ওর ওয়ার্কলোড নিয়ে বিশেষ করে ভাবতে হচ্ছে। বুমরা দলের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা আমরা সবাই জানি।

আগারকর আরও জানিয়েছেন, বুমরার খেলা না খেলা পুরোপুরি নির্ভর করবে ফিটনেসের উপর। তাঁর বক্তব্য, আমরা প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক সিরিজে বুমরাকে খেলাতে চাই। তবে পুরোটাই নির্ভর করছে ওর শরীর কতটা ধকল নিতে পারবে, তার উপর।